অধ্যায়-০৬

ইউনিটি ভিত্তিক কার্যক্রম

প্রশাসনিক ইউনিট	৪৬
পরিকল্পনা ইউনিট	৪৭
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট	৫১
আইসিটি ইউনিট	৫৪
সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক নিরাপত্তা ইউনিট	৫৮
প্রকিউরমেন্ট ইউনিট	৬২
প্রশিক্ষণ ইউনিট	৬৪
ডিজাইন ইউনিট	৬৬
মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিট	৬৮
নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট	৭০
সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট	৭৩

প্রশাসনিক ইউনিট

এলজিইডি দেশের অন্যতম বৃহৎ সরকারি প্রকৌশল সংস্থা। সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী সর্বমোট জনবল সংখ্যা ১৩,৩৯৪। এলজিইডির প্রশাসনিক ইউনিট সরাসরি প্রধান প্রকৌশলী পরিচালনা করেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন), নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলীগণ তাঁকে সহায়তা করে থাকেন। জনবল নিয়োগ, পদায়ন, বদলি, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা ও আইন এবং ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল কর্মকাণ্ড প্রশাসনিক ইউনিটের আওতায় সম্পাদিত হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রশাসনিক ইউনিটের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো:

নিয়োগ ও পদোন্নতি

২০২০-২০২১ অর্থবছরে এলজিইডিতে সহকারী প্রকৌশলী/উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী পদে ২৬৬ জন এবং সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) পদে ৩ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এই অর্থবছরে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে ৯ জনকে পদোন্নতি এবং ৫ জনকে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে ৫ জনকে পদোন্নতি এবং ১০ জনকে চলতি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে ৩৯ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। বিগত এক বছরে কর্মকর্তাদের পদোন্নতির বিবরণ চিত্র ৬.১ -এ দেখানে হলো:

চিত্র-৬.১: বিগত এক বছরে কর্মকর্তাদের পদোন্নতির বিবরণ চিত্র

অবসর গ্রহন

২০২০-২০২১ অর্থবছরে এলজিইডিতে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ৪৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) গিয়েছেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহর অঞ্চলের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি তথা দেশের সামগ্রীক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদানের জন্য এইজিইডি তাঁদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে।

প্রশাসনিক শৃঙ্খলা

বিভাগীয় মামলা

কর্তব্য পালনে অবহেলা কিংবা ত্রুটিপূর্ণ উন্নয়ন কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ সময়ের মধ্যে সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা বিধি অনুযায়ী ১ম ও ২য় শ্রেণির মোট ২৭ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ১০টি ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদান এবং ১০টি ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় অভিযোগ থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। ৭টি মামলা চলমান রয়েছে।

কৈফিয়ত তলব

জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ সময়ের মধ্যে কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে বা প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনায় ব্যর্থতার অভিযোগে ৯৫ জন প্রথম শ্রেণির এবং ৩০ জন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে।

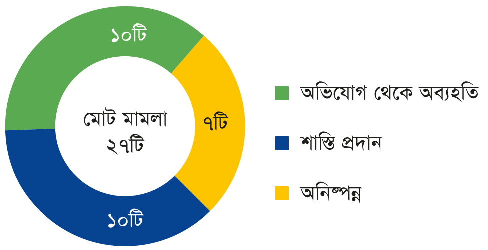

চিত্র-৬.৪: কৈফিয়ত তলব

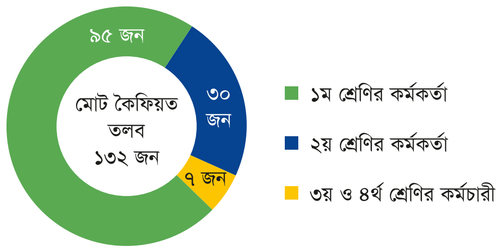

চিত্র-৬.৪: কৈফিয়ত তলব

পরিকল্পনা ইউনিট

সত্তর দশকে পল্লিপূর্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতায় গঠিত 'পূর্ত কর্মসূচি সেল' ১৯৮২ সালের অক্টোবরে 'ওয়ার্কস প্রোগ্রাম উইং' বা 'পূর্ত কর্মসূচি উইং'-এ রূপান্তরিত হয় এবং প্রথমবারের মত সরকারের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় প্রকল্প গ্রহণ শুরু করে। নিবিড় পল্লীপূর্ত কর্মসূচি দিয়েই এই অভিযাত্রা শুরু। এ সময় বিশেষ পল্লীপূর্ত কর্মসূচির প্রকল্প ছক এবং পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩: বৃহত্তর সিলেট জেলা শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প ছক প্রণীত হয়। সে সময় প্রকল্প প্রণয়নে বিশেষ করে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প তৈরিতে প্রথমে প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই এবং পরে সম্ভাব্যতা যাচাই করে প্রকল্পের ধারণাপত্র বা প্রজেক্ট কনসেপ্ট পেপার (পিসিপি) তৈরি করা হতো। পিসিপি অনুমোদিত হলে তার ওপর ভিত্তি করে 'প্রকল্প প্রস্তাব' বা প্রজেক্ট প্রপোজাল (পিপি) প্রণীত হতো। পরবর্তীতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়া সংক্রান্ত পদ্ধতির সংস্কার হলে দুটি পৃথক দলিলের পরিবর্তে পিসিপি ও পিপি-র সমন্বিত রূপ হিসেবে 'উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব' বা ডিপিপি প্রবর্তন করা হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে একজন নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে পিপি তৈরি হলেও পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) এর পদ সৃষ্টির পর তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এলজিইডি পরিকল্পনা ইউনিট উপরোক্ত কাজ ছাড়াও খাদ্য সহায়তায় গ্রোথ সেন্টার সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন তদারকি করেছে। ফলশ্রুতিতে দেশের বর্তমান পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক এর মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৯০ দশকের শেষে এলজিইডিতে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়।

এলজিইডির রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য বাস্তবায়নে পরিকল্পনা ইউনিট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে এই ইউনিট অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) এর অধিক্ষেত্রভুক্ত। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) এর নেতৃত্বে একটি টিম এ ইউনিটে কাজ করছে। এলজিইডির তিনটি সেক্টর, তথা- পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ সেক্টরের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় এ ইউনিট সহায়তা প্রদান করে।

এলজিইডির উন্নয়ন প্রকল্প মূলত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাস ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০৪১), বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২০২১, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশ সুরক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের যে অঙ্গীকার রয়েছে প্রকল্প প্রণয়নের সময় সে বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়।

প্রকল্প প্রণয়নের জন্য এলজিইডির রয়েছে দেশব্যাপী গ্রামীণ সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো-এর জিও স্পেশাল ডাটাবেজ, সিডিউল অব রেটস, পৌরসভা মাস্টারপ্ল্যান এবং জিআইএস প্রযুক্তি। প্রকল্প প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে জিআইএস ডাটাবেজ ও ম্যাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পরিকল্পনা ইউনিটের অনুসরণকৃত নীতি-কৌশল

- পল্লী উন্নয়ন কৌশল ১৯৮৪
- ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা ১৯৯৬
- পল্লী অবকাঠামো কৌশল স্টাডি ১৯৯৬
- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭
- জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯
- জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০০১
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা ২০০৯
- পৌরসভা উন্নয়ন অধ্যাদেশ ২০০৯
- স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯
- বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩
- গ্রামীণ সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ নীতি ২০১৩
- প্যারিস চুক্তি ২০১৫
- বাংলাদেশ পানি বিধিমালা ২০১৮
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে সেন্দাই কর্মকাঠামো ২০১৫-৩০
- প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
- বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)
- ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (এ আর ৬)
- "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়ন বিষয়ক পরিকল্পনা

চিত্র-৬.৫: প্রকল্প প্রণয়নে অনুসরণকৃত নীতি-কৌশল

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা, সমপর্যায়ের সমাপ্ত বা চলমান প্রকল্পের ফলাফল ও অভিজ্ঞতা, অন্য প্রকল্প/কর্মসূচির সঙ্গে দ্বৈততা, দেশের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় নীতি/পরিকল্পনায় বর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্পের অবদান, আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ ও জেন্ডার সমতা বিষয়গুলো প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়।

পরিকল্পনা ইউনিট সাধারণত তিন ধরনের প্রকল্প/কার্যক্রম নিয়ে কাজ করে, যথা- বিনিয়োগ প্রকল্প, কারিগরি সহায়তা (টিএ) প্রকল্প এবং সমীক্ষা/স্টাডিজ। এছাড়া উন্নয়ন সহযোগীদের অনুসন্ধানের সুবিধার্থে প্রিলিমিনারি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল (পিডিপিপি) প্রস্তুত করে থাকে। এলজিইডি একটি বিকেন্দ্রীকৃত সংস্থা। তাই পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় জনসাধারণ ও জনপ্রতিনিধিদের চাহিদা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়।

পরিকল্পনা ইউনিট প্রাক-প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সকল কার্যাবলি যেমন উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি), সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (আরডিপিপি), সমীক্ষা/জরিপ প্রস্তাব এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের (টিএপিপি) প্রস্তাব প্রস্তুত এবং ক্ষেত্র বিশেষে ওই সকল প্রস্তাব/ছক সংশোধনের কাজ করে থাকে।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনা অনুযায়ী পরবর্তী অর্থবছরসমূহে গৃহীতব্য সম্ভাব্য প্রকল্পসমূহের তালিকা প্রণয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরিকল্পনা ইউনিট। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে এলজিইডির সমন্বয় সাধনের কাজও পরিকল্পনা ইউনিটের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কোনো প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (পিডিপিপি) প্রণয়ন করাও এ ইউনিটের ওপর অর্পিত দায়িত্বের অংশ।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে অনুমোদিত ডিপিপি

২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিকল্পনা ইউনিট ৩২টি ডিপিপি প্রণয়ন, ৫৫টি ডিপিপি সংশোধন করে। এসবের মধ্যে ১৮টি ডিপিপি ও ৩৬টি সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি) সরকারের অনুমোদন লাভ করে।

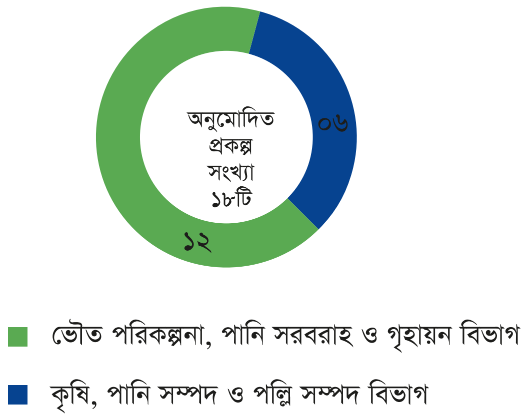

চিত্র ৬.৬: ২০২০-২০২১ সেক্টর ভিত্তিক অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা

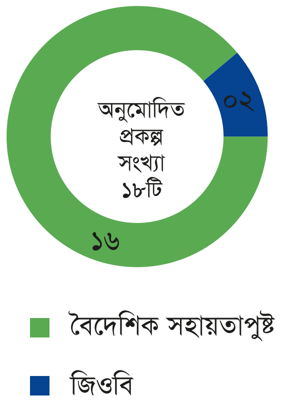

চিত্র ৬.৭: ২০২০-২০২১ আর্থিক সংস্থানভিত্তিক অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা

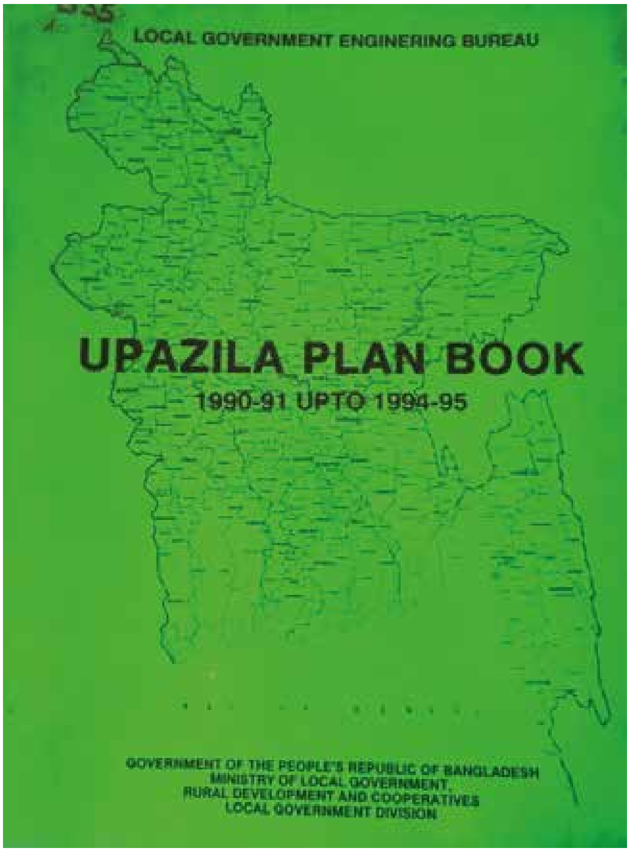

প্ল্যানবুক

এদেশের পল্লি অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ১৮৭০ সালে চৌকিদারী আইন, ১৮৮৫ সালে বেঙ্গল লোকাল সেল্ফ গভর্নমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯১৯ সালে বেঙ্গল সেল্ফ গভর্নমেন্ট এ্যাক্টসহ ১৯৫৩ সালে ভি-এইড বা ভিলেজ এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ও ১৯৬২ সালে পল্লি পূর্ত কর্মসূচি এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের পর সমন্বিত পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

এ সকল কর্মসূচিতে ইউনিয়ন পরিষদকে স্থানীয় সরকার কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় প্রায় শত বছর ধরে দেশের ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের রাস্তাঘাট, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মিত হলেও তা কোনো মানচিত্রভিত্তিক পরিকল্পনার আওতায় করা হয়নি। স্থানীয়ভাবে অনুভূত চাহিদার ভিত্তিতে এসব নির্মাণ কাজ অনেকটা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে করা হতো। কোনো পদ্ধতি বা ভৌগলিক অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এতে সংশ্লিষ্ট ছিল না।

এ প্রেক্ষাপটে সঠিক স্থান নির্বাচন, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের নিরিখে স্কিমগুলো কীভাবে সঠিক পরিকল্পনাভিত্তিক হতে পারে সেই বিবেচনায় ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের কৌশল হিসেবে উপজেলা ও ইউনিয়ন প্ল্যানবুক প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই প্ল্যানবুক অনুযায়ী এলাকার মানচিত্রভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়। এর মূল লক্ষ্য ছিলো স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং অংশগ্রহণমূলক নীতি অনুসরণের মাধ্যমে পল্লি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

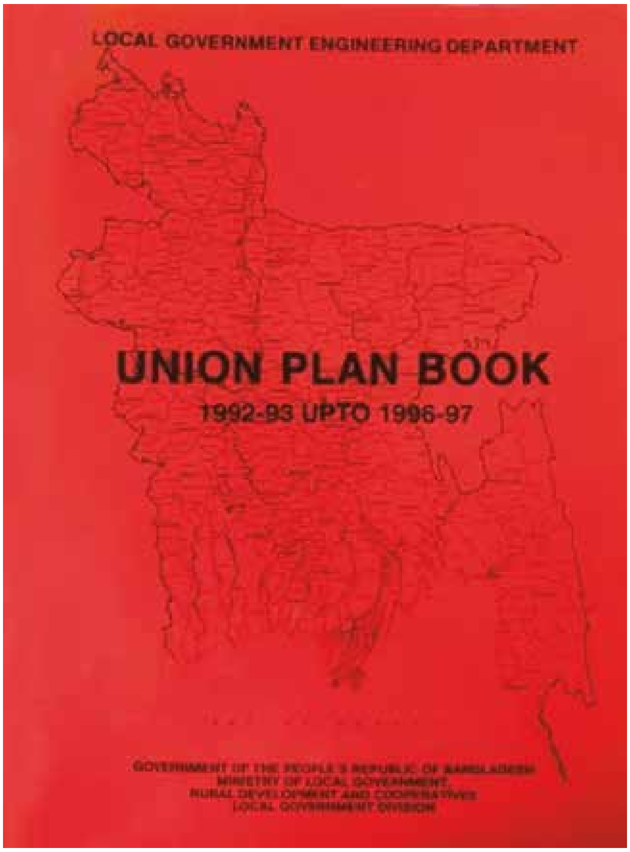

উপজেলা প্ল্যানবুক

গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে অগ্রাধিকার নির্ণয়ের মাধ্যমে স্কিম চিহ্নিত করে বাস্তবায়নের জন্য তৎকালীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) ১৯৯০-১৯৯১ থেকে ১৯৯৪-১৯৯৫ মেয়াদে উপজেলা প্ল্যানবুক তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ প্ল্যান বুকের আওতায় সড়ক, ড্রেনেজ, বাঁধ, সেচ ও ভূমি ব্যবহারের ওপর ৩৬টি নক্শা প্রণয়ন করা হয়। স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ে এ প্ল্যানবুকে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। এতে সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, হাটবাজার উন্নয়ন, পুকুর খনন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও সেচ সুবিধাসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্ল্যানবুকটি হালনাগাদকরণে উপজেলা পরিষদসমূহের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ইউনিয়ন প্ল্যানবুক

স্থানীয় জনসাধারণের অনুভূত চাহিদার ওপর ভিত্তি করে সড়ক, সেতু/কালভার্ট, ক্ষুদ্র পরিসরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ অবকাঠামো যেমন- বাঁধ, খাল, স্লুইসগেট, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, গোডাউন, স্কুল ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে এলজিইডি ১৯৯২-১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬-১৯৯৭ মেয়াদে ইউনিয়ন প্ল্যানবুক তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করে।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিকল্পনা ইউনিটের সংশ্লিষ্টতা

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়নে ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য হিসেবে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এলজিইডি যথাযথ ভূমিকা রেখেছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলজিইডিতে ডেল্টা সেন্টার গঠন করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ সারাদেশে ৮০টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারণ করেছে। যার মধ্যে এলজিইডি ১৭টি বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ডেল্টা প্লান-২১০০ সম্পর্কিত প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, ডিপিপি প্রণয়ন, অনুমোদন ও সফল বাস্তবায়ন ও এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রণয়নে পরিকল্পনা ইউনিট কাজ করছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত ২০১৫-২০৩০ মেয়াদের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এ ১৭টি অভীষ্ট, ১৬৯ টি লক্ষ্যমাত্র এবং ২৩২টি সূচক রয়েছে। এসডিজির লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সহায়ক প্রকল্প প্রণয়নে পরিকল্পনা ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে এ ইউনিট থেকে এলজিইডির এসডিজি এ্যাকশন প্লান প্রণয়ন করা হয়েছে। এসডিজি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা ইউনিটের উদ্যোগে এলজিইডিতে গঠন করা হয়েছে এসডিজি সেল।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম অঙ্গীকার আমার গ্রাম-আমার শহর: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর একটি সৃজনশীল, সময়াবদ্ধ এবং সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। গ্রামপর্যায়ে নগর সুবিধা সম্প্রসারণ বিষয়ক এই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিল এলজিইডির পরিকল্পনা ইউনিট। এ পরিকল্পনার আওতায় বর্তমানে এলজিইডি "আমার গ্রাম-আমার শহর কারিগরি সহায়তা প্রকল্প" বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পল্লি উন্নয়ন সম্পর্কিত ৩৬টি সমীক্ষা ৩০টি নির্দেশনা এবং পাইলট গ্রাম উন্নয়নে ১টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রস্তুত করা হবে।

বাংলাদেশে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বিনিয়োগের মূল ভিত্তি হলো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। বর্তমানে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এ পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিকল্পনা ইউনিট থেকে এলজিইডি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের যোগান দেওয়া হয়েছে।

প্রকাশনা

২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিকল্পনা ইউনিট পার্শ্বঢাল সুরক্ষায় বিন্যা ঘাসের ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে এই ইউনিটের অধীন গবেষণা ইনোভেশন ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা সেল কর্তৃক "পার্শ্বঢাল সুরক্ষায় বিন্যা ঘাসের ব্যবহার: একটি জৈব প্রকৌশল সমাধান" শীর্ষক একটি ব্রোশিয়র তৈরি করে সারা দেশে বিতরন করা হয়।

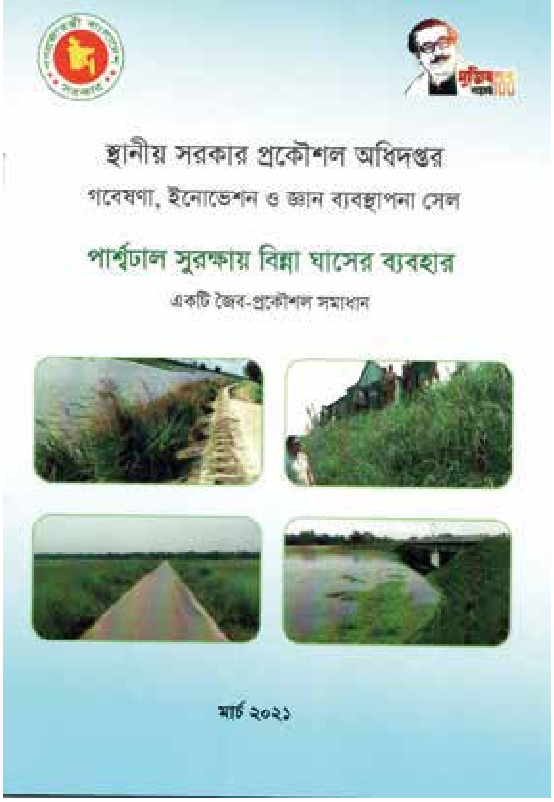

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট

শুরুতে এলজিইডির প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রকল্প মনিটরিং এর কাজ প্রকল্প প্রণয়নে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সম্পাদিত হতো। পরবর্তীতে কাজের পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলাদাভাবে প্রকল্প পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে ৯০ দশকের প্রথম দিকে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সেকশন বা এমআইএস স্থাপন করা হয়। এরপর একই দশকের শেষের দিকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প মনিটরিং এ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন ইউনিট (পিএমএন্ডই) গঠন করা হয়। সেই থেকে এ ইউনিট উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে এই ইউনিট মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন (এমএন্ডই) ইউনিট নামে পরিচিত। প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পিএমএন্ডই ইউনিট ব্যাপক কার্যক্রম সম্পন্ন করে আসছে, যা দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ইউনিট এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকে। প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে নিয়মিত মাসিক সভার মাধ্যমে প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত তহবিল অবমুক্তকরণে সহযোগিতা করে এ ইউনিট। এছাড়া প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে বিভাগীয় পর্যায়ে মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পিএমএন্ডই ইউনিট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং জাতীয় সংসদের চাহিদা নিয়েও কাজ করে। এ ইউনিট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নির্ধারিত ছকে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণসহ তাৎক্ষণিক বিভিন্ন তথ্য ও প্রতিবেদন সরবরাহ করে থাকে। এলজিইডির ২০টি পরিদর্শন দল এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এবং মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) প্রণয়ন করে।

প্রতিবেদন প্রণয়ন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর আওতায় চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণের পর প্রতিবেদন প্রণয়ন করে চাহিদা মোতাবেক যথাযথ মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহে পাঠানো হয়। এছাড়া মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, আইএমইডি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি), পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন সেক্টর, কার্যক্রম বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাতে প্রেরণ করা হয়। বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং দাতা সংস্থার প্রতিনিধি/মিশন কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের জন্য তাৎক্ষণিক চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করে সরবরাহ করা হয়।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি/মিশন এর সঙ্গে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে আলোচনার প্রয়োজনে কার্যপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ এবং ডিপিইসি, পিইসি, একনেক সভার কার্যপত্র প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হয়।

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাজেট প্রণয়ন এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তৈরিকৃত আইবিএএস সফটওয়্যার (iBAS Software)-এ ওই সকল তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ তৈরির লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) নির্ধারিত ছকে প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইএমইডি এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছে প্রেরণ করা হয়।

প্রতি অর্থবছর শেষে এলজিইডির সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করে অনলাইনে এবং পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হয়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকার নির্দেশনা অনুযায়ী মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা আর্থিক বছরের শুরুতেই এপিএ প্রণয়ন করে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পক্ষে মাননীয় মন্ত্রী এবং এলজিইডির পক্ষে প্রধান প্রকৌশলী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এরপর এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জেলাওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সে অনুযায়ী বছরব্যাপী এপিএ বাস্তবায়নপূর্বক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হয় এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক মূল্যায়নে এলজিইডি এপিএ বাস্তবায়নে শতকরা ৯৯.৯৮ ভাগ স্কোর অর্জন করে।

প্রাক-এডিপি পর্যালোচনা সভা

স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুষ্ঠিত এডিপি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সভার প্রাক-পর্যালোচনা হিসেবে এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে প্রতিমাসে উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পভিত্তিক মাসওয়ারি অগ্রগতি, তুলনামূলক কম অগ্রগতি সম্পন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে শ্লথ অগ্রগতির কারণ, পরিদর্শন টিম, আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা, গুণগতমান রক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সৃষ্ট যে কোনো জটিলতা বা প্রতিবন্ধকতা নিরসনকল্পে প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে বিশেষ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট নিবিড় তদারকি করে থাকে।

এডিপি পর্যালোচনা সভা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত (এডিপি) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও চিহ্নিত সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে নিয়মিত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্প বাস্তবায়নে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানসহ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত পরামর্শ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় তদারকি করা হয়।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

এলজিইডি সদর দপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক এবং মাঠপর্যায়ের বিভাগীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপস্থিতিতে বছরে অন্তত একবার এলজিইডির সদর দপ্তরে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভাগীয়/আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে এলজিইডির কর্মকাণ্ডের ওপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় এলজিইডির সার্বিক কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রশাসনিক ইস্যুতে কোনো সমস্যা দেখা দিলে অনেক ক্ষেত্রে প্রধান প্রকৌশলী তাৎক্ষণিক সমাধান দিয়ে থাকেন।

জাতীয় সংসদের জন্য তথ্য সরবরাহ

জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার জন্য এলজিইডি সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য স্থানীয় সরকার বিভাগে সরবরাহ করা হয়।

জাতীয় সংসদে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের উত্থাপিত এলজিইডি সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর জবাব প্রদানের জন্য প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়।

জাতীয় সংসদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি যেমন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি এবং সরকারি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কমিটির সভার কার্যপত্র প্রণয়নের জন্য চাহিদা মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত ১৮৩টি প্রশ্ন/নোটিশের জবাব এলজিইডির প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ

জাতীয় দৈনিক ও অন্যান্য পত্রিকায় এলজিইডি কার্যক্রম বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা করে যে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে এলজিইডি সংশ্লিষ্ট ১,০৯৮টি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে সাফল্যসূচক সংবাদ ছিল ১৫৮টি। যাচাই করে দেখা যায় ৫৭টি সংবাদ ভিত্তিহীন এবং ৫১টি এলজিইডি সংশ্লিষ্ট নয়। অবশিষ্ট ৮৩২টি সংবাদের বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস ছক ৬.১ এ দেখানো হলো:

প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে মাঠপর্যায়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ক্রটিপূর্ণ কাজের ২৭৬টি সংশোধন করা হয়েছে। ৩৪৭টি সংবাদের ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ২০৯টি সংবাদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ছক ৬.১: জুলাই ২০২০- জুন ২০২১ সময় বিষয়ভিত্তিক সংবাদ প্রকাশের সংখ্যা

নং	যে বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে	সংখ্যা
১	ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক অনিয়ম	১৪টি
২	উন্নয়নমূলক কাজের মন্থর গতি অথবা পরিত্যক্ত	৭৫টি
৩	সড়ক উন্নয়ন ও মেরামতের দাবি	২৪৪টি
৪	নতুন সেতু নির্মাণের দাবি	১৩৪টি
৫	কাজের ত্রুটি সংক্রান্ত	৩৬৫টি

পরিদর্শন দল

মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়িত কাজের গুণগত মান রক্ষা এবং নির্ধারিত সময়ে কাজ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে ২০০৬ সালে সারাদেশে এলজিইডির অঞ্চলভিত্তিক পরিদর্শন দল গঠন করা হয়। বর্তমানে ২০টি অঞ্চলের প্রতিটির জন্য একটি করে পরিদর্শন দল রয়েছে। প্রতিদলে বিভিন্ন স্তরের ৩ জন প্রকৌশলী রয়েছেন। এসব দল মাসিকভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কার্যক্রম পরিদর্শন করে পর্যবেক্ষণগুলো প্রধান প্রকৌশলী ও আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কাছে রিপোর্ট আকারে পেশ করে। রিপোর্ট মূল্যায়নের জন্য প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

মাঠপর্যায়ে সরেজমিনে কাজ পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগের ২৮টি পরিদর্শন টিম, এলজিইডি সদর দপ্তর পর্যায়ে গঠিত ২০টি পরিদর্শন টিম এবং ১৪ জন আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ত্রুটি সংশোধনের জন্য মাঠপর্যায়ে নির্দেশ প্রদানসহ অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলজিইডির প্রশাসনিক ইউনিটকে অবহিত করা হয়।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিদর্শন টিমের প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এলজিইডির পরিদর্শন টিমের পরিদর্শনে ৭৭৯টি কাজের মধ্যে ২৪৬টি ক্রটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে জুন ২০২১ পর্যন্ত ১৬৩টি কাজ সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৮৩টি স্কিমের ক্রুটি সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

অর্থবছরে বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ ১৪০টি স্কীম পরিদর্শন করে ১৬টিকে ক্রটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এসবের মধ্যে ৯টি কাজের ক্রটি সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৭টি কাজের ক্রটি সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

অর্থবছরে আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ ৭৪২টি উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে ১৬৪টিকে ক্রটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এসবের মধ্যে ১১৮টি কাজের ক্রটি সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬৪টি কাজের ক্রটি সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এলজিইডির বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ ১,১৬৮টি উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে ৪৬৫টি কাজকে ক্রটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন, যার মধ্যে জুন ২০২১ পর্যন্ত ৩৩৫টি সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৩০টি স্কিমের ক্রটি সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান আছে।

আইসিটি ইউনিট

এলজিইডির অন্যতম প্রধান কাজ হলো দেশজুড়ে গ্রামীণ ও নগর এলাকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে কারিগরি সহায়তা দেওয়া। এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ভূমিকা অপরিসীম। এলজিইডি গত শতাব্দীর আশির দশকের শেষের দিক থেকে সংস্থার সদর দপ্তরে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু করে। ৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে জেলা পর্যায়ে কম্পিউটার ব্যবহার শুরু হয়। সদর দপ্তরে ফাইবার অপটিক ব্যাকবোন সহকারে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) স্থাপিত হয় ১৯৯৬ সালে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনায় ই-জিপি, ই-নথিসহ বিভিন্ন জাতীয় উদ্যোগ বাস্তবায়নে এলজিইডি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের নিজস্ব কার্যক্রম সহজ ও নির্ভুল করার জন্য বেশ কিছু কাস্টমাইজড সফটওয়্যার তৈরি ও ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রের আওতায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (আইসিটি)-এর নেতৃত্বে আইসিটি ইউনিট নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯২ সালে এলজিইডি সদর দপ্তরে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) ও ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশেন সিস্টেম (এমআইএস) এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সালের মে মাসে জিআইএস ও এমআইএস সেকশন আন্তর্ভুক্ত করে আইসিটি ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়।

জিআইএস

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জিআইএস প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে প্রথম পাবলিক সেক্টর প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলজিইডিতে জিআইএস স্থাপন করা হয়। সারাদেশের সকল উপজেলার ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুতের কাজ তখন থেকেই হাতে নেওয়া হয়। দীর্ঘ ১৬ বছর নিরলস পরিশ্রমের পর ২০০৮ সালে সারাদেশের সব উপজেলার ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে ডাটাবেজ হালনাগাদ করার পর ২০১১ সালের ১২ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এলজিইডির ওয়েবসাইটে জেলা ও উপজেলা ডিজিটাল ম্যাপ উন্মুক্ত করেন।

উদ্দেশ্য

জিআইএস ব্যবহারের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জিআইএস প্ল্যাটফর্মে স্থানীয় পর্যায়ের অবকাঠামোর ডাটাবেজ তৈরি করে তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও জনসাধারণের অংশগ্রহণ সহজ করা। পরিকল্পনা প্রণয়নের মৌলিক তথ্য বিভিন্ন লেয়ারে সংরক্ষণ করা হয়। এসব তথ্য জিও-স্পেশাল ডাটাবেজ থেকে সহজেই পাওয়া যায়। এই ডাটাবেজ ও তথ্য স্থানীয় অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

নিয়মিত কার্যক্রম

- জিও-স্পেশাল ডাটাবেজ হালনাগাদ করা
- সড়কের ইনভেন্টরি অনুসারে রোডম্যাপ হালনাগাদ করা
- জেলা ও উপজেলা ম্যাপ হালনাগাদ করা
- এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের চাহিদার ভিত্তিতে ম্যাপ প্রস্তুত।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

জেলা ও উপজেলা ম্যাপ

জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের সকল জেলা ও উপজেলা ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। ১৯৯২ সালে পুরোনো থানা ম্যাপ, টপো ম্যাপ, স্যাটেলাইট ইমেজ ও এরিয়াল ফটোগ্রাফি ব্যবহার করে থানা বেইজ ম্যাপ তৈরি শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সাল থেকে ডিজিটাইজিং টেবিল ব্যবহার করে এসব ম্যাপের জিও রেফারেন্সিং ও ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন করা হয়। ১৯৯৮ সাল থেকে প্রথমে জিপিএস সার্ভে এবং পরে স্থানীয় কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় মাঠপর্যায়ে এসব ম্যাপের সঠিকতা যাচাই করা হয়। এ পদ্ধতিতে ২০০৮ সালে সারাদেশের উপজেলা ম্যাপ তৈরি সম্পন্ন হয়। এসব ম্যাপ ল্যামবার্ট কনিকাল কো-অর্ডিনেট (এলসিসি) সিস্টেমে ১:৫০০০০ স্কেলে প্রণয়ন করা হয়েছে। ম্যাপে সড়ক, সেতু ও অন্যান্য অবকাঠামোসহ ১৯ ধরনের তথ্য রয়েছে। মাঠ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জিআইএস ডাটাবেজ ও ম্যাপ নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

প্রকল্পভিত্তিক ম্যাপ

প্রস্তাবিত বা বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের জন্য এলাকাভিত্তিক ম্যাপ প্রস্তুত করা হয় যাতে করে সহজে প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়।

স্কুল ম্যাপ

প্রতিটি উপজেলার জন্য স্কুল ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। এসব ম্যাপ স্কুল অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে। সরকারের নীতিমালা অনুসারে কোথায় নতুন স্কুল নির্মাণ করতে হবে সে ব্যাপারে এ ম্যাপ থেকে ধারণা পাওয়া যায়।

রোড ডেনসিটি ম্যাপ

রোড ডেনসিটি ম্যাপ থেকে দেশের কোন অঞ্চলে নতুন সড়ক উন্নয়ন করতে হবে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। নতুন প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে এ ম্যাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পৌরসভা ম্যাপ

এলজিইডির বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রণীত পৌরসভার বিভিন্ন ধরনের ম্যাপ এলজিইডির জিআইএস সেকশনে সংরক্ষিত আছে।

অন্যান্য বিশেষ ধরণের ম্যাপ

এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্প ও শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় হ্যাজার্ড ম্যাপ, এ্যাক্সেসিবিলিটি ম্যাপ, ডিজাস্টার ভালনারাবিলিটি ম্যাপ, জেলা অফগ্রিড ম্যাপ, ট্রাফিক মুভমেন্ট ম্যাপ, স্লাম এরিয়া ম্যাপসহ বিভিন্ন ধরনের বিশেষ ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে।

ন্যাশনাল স্পেশাল ডাটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার (এনএসডিআই)

জাতীয়ভাবে জিআইএস ডাটা শেয়ার করার অভিন্ন পাটফর্ম হিসেবে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ন্যাশনাল স্পেশাল ডাটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার (এনএসডিআই) প্রস্তুতির কাজ চলছে, যেখানে নীতিমালা প্রণয়ন, ডাটা শেয়ারিংসহ সকল ক্ষেত্রে এলজিইডি মুখ্য সহায়ক হিসেবে কাজ করছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের অর্জন

চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) ও চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারাদেশের ১৫,১৮৪টি বিদ্যালয়ের টপোগ্রাফিক সার্ভে করা হচ্ছে। এর মধ্যে ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ১৯৫টি এবং অবশিষ্ট বিদ্যালয়ে টোটাল স্টেশনের মাধ্যমে সার্ভে করা হবে। সার্ভে থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি ওয়েবভিত্তিক জিআইএস এমআইএস অ্যাপ্লিকেশন প্রস্তুতির কাজ চলছে। **টোটাল স্টেশন ব্যবহার করে ইতোমধ্যে ৮,৭৬৯টি বিদ্যালয়ের সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে সার্ভে কাজও সম্পন্ন হয়েছে।**

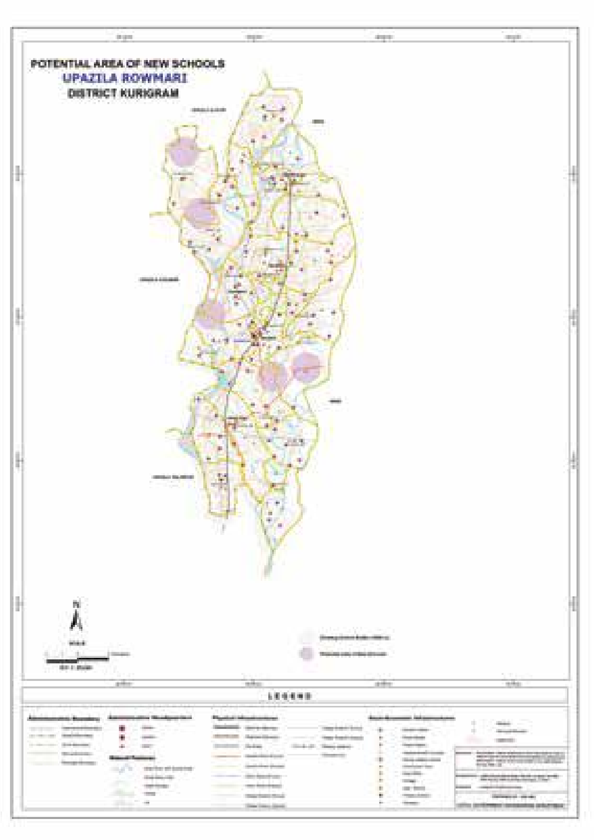

এমআইএস

তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প পরিবীক্ষণ, প্রশাসনিক কার্যক্রম ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এলজিইডির রয়েছে নিজস্ব ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বা এমআইএস, যা অধিদপ্তরের কার্যক্রম সহজে ও সুচারুরূপে সম্পাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নিয়মিত কার্যাবলি

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান)-এর মাধ্যমে এলজিইডি সদর দপ্তর ও ঢাকা এনেক্স ভবনের সব কম্পিউটার ও মোবাইলে কেন্দ্রীয়ভাবে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এলজিইডি সদর দপ্তরের ইন্টারনেট সংযোগের গতি ৫৮২ এমবিপিএস, যার মাধ্যমে প্রায় ৪,৩০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী কেন্দ্রীয়ভাবে ইন্টারনেট সেবা পাচ্ছেন। ল্যানের মাধ্যমে ৮১০ জন ব্যবহারকারীকে আধুনিক আইপি ফোন ব্যবহার করে ইন্টারকম সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

- এলজিইডি সদর দপ্তর এবং ঢাকা বিভাগীয়, আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয়ের (এ্যানেক্স ভবন) লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ল্যান ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- ল্যানের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য ওয়েব প্রক্সিসার্ভার ও সেন্ট্রাল এ্যান্টি-ভাইরাস ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- এলজিইডির ডেস্কটপ ও পোর্টেবল কম্পিউটার ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্পেসিফিকেশন তৈরি, ইন্সটলেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ সহায়তা
- দাপ্তরিক বিভিন্ন চাহিদা মোতাবেক সফটওয়্যার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ সহায়তা
- ই-মেইল, এসএমএস ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও বহির্ব্যবহারকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ
- ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাই, ভাইরাস প্রোটেকশন, নিয়ন্ত্রিত অ্যাক্সেস, ডাটা ব্যাকআপসহ বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ
- হেল্পলাইন ও সফটওয়্যার-হার্ডওয়্যার সাপোর্ট সার্ভিসের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের সহায়তা
- স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্যান্য কার্যালয়সমূহকে আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রমে সহায়তা।

এমআইএস সুবিধা

ল্যান, ইন্টারনেট ও আইপি ফোন

ল্যান দ্বারা স্বল্পদূরত্বে থাকা কম্পিউটার, প্রিন্টারসহ অন্যান্য ডিভাইস সংযুক্ত করা যায়। এর মাধ্যমে একাধিক ব্যবহারকারী কমন রিসোর্স দিয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেন, ফলে অর্থের সাশ্রয় হয়। এলজিইডি সদর দপ্তর এবং ঢাকা এ্যানেক্স ভবনের সব কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানারসহ অন্যান্য নেটওয়ার্কিং ডিভাইস ল্যানে সংযুক্ত রয়েছে। ল্যানে ৩,৬০০টি পোর্টের মাধ্যমে বর্তমানে প্রায় ২,৬০০টি কম্পিউটার বিভিন্ন সার্ভারে সংযুক্ত রয়েছে।

ওয়েবসাইট

গত শতাব্দীর ৯০ দশকের মাঝামাঝি থেকে এলজিইডির নিজস্ব ডাইনামিক ওয়েবসাইট (www.lged.gov.bd) চালু করা হয়। বাংলা ও ইংরেজি ভাষাতে এই ওয়েবসাইট জাতীয় তথ্য বাতায়নে স্থানান্তর করা হয়েছে। ওয়েবসাইটটিতে সদর দপ্তর, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের জন্য আলাদা পেজ রয়েছে। স্থানান্তরিত ওয়েবসাইটির সঙ্গে পুরাতন ওয়েবসাইটের সংযোগ রয়েছে। এছাড়াও তথ্য অধিকার, ইনোভেশন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, এনওসি ও জিও ইত্যাদি বিষয়ে পৃথক পেজ তৈরি করে ওয়েবসাইটটি তথ্যসমৃদ্ধ করা হয়েছে। **বিগত অর্থবছরে এলজিইডির মোট ২,১৫৩টি দরপত্র বিজ্ঞপ্তি এলজিইডি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।**

এ্যান্টি-ভাইরাস

২০১৪ সাল থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে এন্টিভাইরাসের মাধ্যমে সদর দপ্তর এবং ঢাকা এ্যানেক্স ভবনের সব কম্পিউটারে ভাইরাস গার্ড সেবা প্রদান করা হচ্ছে, এতে কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের আলাদা এন্টিভাইরাস ক্রয় করতে হয় না।

সার্ভার রুম

এলজিইডি সদর দপ্তরে অবস্থিত নিজস্ব সার্ভার রুমে সকল নেটওয়ার্ক ডিভাইস এবং ২৪টি ফিজিক্যাল সার্ভার রয়েছে। এছাড়াও একটি পাওয়ার রুমের মাধ্যমে সকল ডিভাইসের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। ২৪টি ফিজিক্যাল সার্ভারে ৪০টিরও বেশি অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিস রয়েছে; এছাড়া সম্প্রতি সার্ভার রুমে ২০ টেরাবাইট সেন্ট্রাল স্টোরেজ (এসএএন) এবং ১২ টেরাবাইট স্টোরেজসহ ব্যাকআপ সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম

এলজিইডির প্রশাসনিক কাজের সহায়ক হিসেবে সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ব্যক্তিগত ও চাকরি সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, বদলি, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয় কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য ওয়েবভিত্তিক পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (পিএমআইএস) তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে সকল বদলি-পদোন্নতি বিষয়ক কার্যক্রম এই সিস্টেমের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ই-টিকেটিং

ই-টিকেটিং এর মাধ্যমে এলজিইডি সদর দপ্তর এবং ঢাকা এ্যানেক্স ভবনের প্রতিদিনের আইটি বিষয়ক সমস্যা ও সমাধানের রেকর্ড রাখা হয়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে পর্যালোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ব্যবহারকারী তাদের ফিডব্যাক দিতে পারেন। ই-টিকেটিং এর মাধ্যমে বিগত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্ক বিষয়ক প্রায় ৭০৪টি সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

ই-ফাইলিং

বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক এলজিইডি সদর দপ্তরসহ মাঠপর্যায়ের দপ্তরসমূহে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু করেছে। পূর্বের নিয়মের পাশাপাশি ই-ফাইলিং এর মাধ্যমেও বিভিন্ন নথি প্রস্তুত করা হচ্ছে। এমআইএস সেকশন এ সংক্রান্ত কারিগরি ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করছে।

ই-সার্ভিস রোডম্যাপ বাস্তবায়ন

ই-সার্ভিস রোডম্যাপ-২০২১ অনুযায়ী এলজিইডির সকল সেবাকে ই-সার্ভিসে রূপান্তর করার কাজ চলছে, যার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (আইডিআইএস) প্রস্তুত করা হয়েছে। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে যেকোন নাগরিক তার উপজেলায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য দেখতে পারবেন এবং কাজ সম্পর্কিত মতামত জানাতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ

এলজিইডির সবস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর আইসিটি বিষয়ে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া ই-ফাইলিং, ই-জিপিসহ বিভিন্ন ই-সেবা বাস্তবায়নের জন্য আইসিটি ইউনিটের মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক নিরাপত্তা ইউনিট

এলজিইডি জনঅংশগ্রহণের ভিত্তিতে পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে থাকে। পল্লি সড়ক ও সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা প্রতিবছর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে বিপুল সম্পদ বিনিয়োগ করে থাকে। বিগত তিন দশকে উপজেলা সড়ক সম্প্রসারণে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। একই সঙ্গে ইউনিয়ন সড়কগুলো গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে।

বছরব্যাপী সড়ক যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রাখতে প্রয়োজন নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ। পর্যাপ্ত ও সময়োপযোগী রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে পরিবহন ব্যয় বেড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় দুর্ঘটনাও। ফলশ্রুতিতে পরিবহন সেবার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়। সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯২-১৯৯৩ অর্থবছরে প্রথম স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকূলে গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব খাতে বরাদ্দ প্রদান করে। দক্ষতার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা জন্য ১৯৯৯ সালে এলজিইডিতে রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেন্যান্স সেল (আরআইএমসি) গঠন করা হয়। ২০০৪ সালে এর নামকরণ করা হয় রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (আরআইএমএমইউ), যা ২০১১ সালে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক নিরাপত্তা ইউনিট (আরএমআরএসইউ) এ রূপান্তরিত হয়। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) এর অধিক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) এর নেতৃত্বে ১৭ জনবল নিয়ে এ ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য

- পল্লি সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ক্ষতির হার কমিয়ে আনা
- নিরাপদ, আরামদায়ক ও দ্রুত পরিবহন নিশ্চিত করা
- পরিবহন ব্যয় কমানো
- অর্থনীতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
- দারিদ্র্য হ্রাস ও সামাজিক উন্নয়ন
- নিরবচ্ছিন্ন সড়ক পরিবহন সুবিধা প্রদান
- সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন
- দুর্ঘটনার হার কমিয়ে আনা
- সামাজিক ও পরিবেশ সুরক্ষা উন্নয়ন।

গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে যেসব পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, নীতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয় তা হলো:

গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে অনুসৃতকৃত নীতি-কৌশল

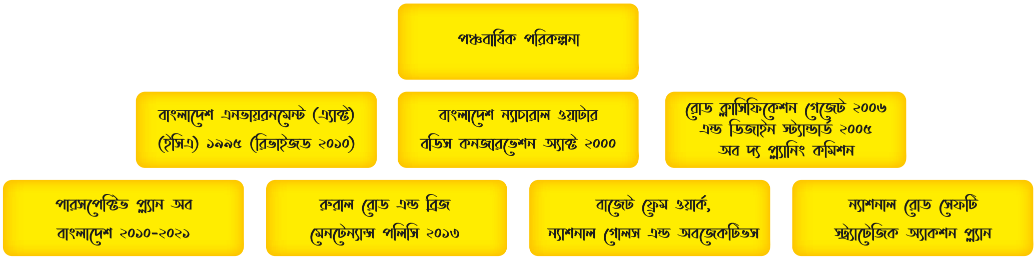

চিত্র ৬.৮: রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণে অনুসরণকৃত নীতি-কৌশল

দেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩৫৩ কিলোমিটার পল্লি সড়ক আছে, যার মধ্যে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৮৫১ কিলোমিটার পাকা সড়ক এবং পল্লি সড়কের ওপর প্রায় ১৩ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮৭০ মিটার সেতু/কালভার্ট রয়েছে। এছাড়া প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে এলজিইডির বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে প্রায় ৪,৫০০ থেকে ৫,০০০ হাজার কিলোমিটার সড়ক ও ১২ হাজার মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে।

সড়ক গ্রামীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে অপরিসীম অবদান রাখছে। গ্রোথসেন্টার ও হাট-বাজার, কৃষি ও অকৃষি খামার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে জনসাধারণের যাতায়াত সুগম করছে। ফলে কৃষি উৎপাদন ও কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সুবিধা বৃদ্ধি, খামারপর্যায়ে কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশই পল্লি এলাকায় বাস করে, তাই বিপুল এ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিসহ দেশের সার্বিক অর্থনীতি বিকাশে এসব সড়কের রয়েছে ব্যাপক অবদান।

এসব পল্লি সড়ক বছরব্যাপী নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে যানবাহন চলাচল উপযোগী রাখতে সড়কের সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার প্রতিবছর জাতীয় রাজস্ব বাজেট থেকে এলজিইডির অনুকূলে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। প্রতি বছর এই বরাদ্দের পরিমাণ বাড়লেও তা পর্যাপ্ত নয়, যার অন্যতম কারণ-

- গ্রামীণ সড়কে যানবাহন বিশেষ করে ভারী যানবাহন চলাচল বৃদ্ধি
- বন্যা, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল, আকস্মিক বন্যা, উপকূলীয় এলাকায় সাইক্লোন/জলোচ্ছ্বাসসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি
- গুরুত্বপূর্ণ সড়কে সহজ যোগাযোগ ও সড়কের পাকা অংশের কার্যকারিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সড়কগুলো প্রশস্ত করা এবং ডিজাইন লাইফ শেষ হওয়া সড়কের বেজকোর্সের শক্তিবৃদ্ধি।

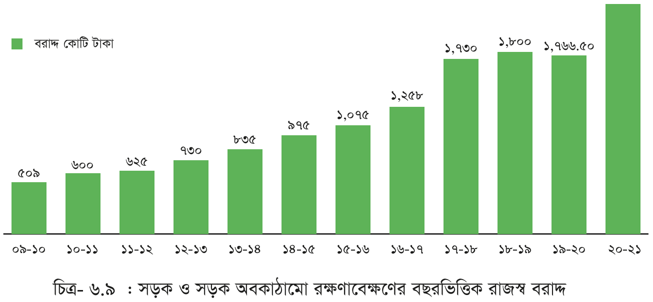

চিত্র- ৬.৯ : সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের বছরভিত্তিক রাজস্ব বরাদ্দ

সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য প্রতিবছরের মতো ২০২০-২০২১ অর্থবছরের শুরুতে বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়কে রাফনেস সার্ভে এবং সেতু/কালভার্টের ডিটেইলড কনডিশন সার্ভে করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত রোড এন্ড স্ট্রাকচার ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-৮ (আরএসডিএমএস-৮) সফটওয়্যারের সাহায্যে প্রসেস করে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও সেতু/কালভার্টের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৯ হাজার ৫১৪ কোটি টাকার চাহিদা নিরূপণ করা হয়। তবে এই অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে 'গ্রামীণ সড়ক' মেরামত ও সংরক্ষণ উপখাতে ২ হাজার ২ শত ৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়, যা নিরূপিত চাহিদার মাত্র ১১.৬৬ শতাংশ।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, অগ্রাধিকার নির্ণয় ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং উত্তম চর্চা সফলভাবে প্রয়োগের ফলে প্রতিবছরের মতো ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বরাদ্দ শতভাগ ব্যবহার সম্ভব হয়েছে।

এলজিইডি সাধারণত সড়কের নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ প্রয়োজন অনুযায়ী জরুরি ভিত্তিতেও করা হয়।

কার্যকরি ও সুষ্ঠু সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০১৩ এ অনুমোদিত 'পল্লি সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা' অনুযায়ী এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থের সংস্থান রাখা হয়। এই অর্থে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো মেরামত করায় রক্ষণাবেক্ষণ চাহিদার ব্যাপকতা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ ভবন মেরামত ও সংরক্ষণ

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নির্মিত অনেক উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সের উপজেলা পরিষদ ভবন এবং ইউনিয়ন পরিষদ ভবন যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জরাজীর্ণ এবং কালক্রমে ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে। এসব ভবন নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না করলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের মেরামত ও পুনর্বাসন প্রয়োজন হবে। এ পরিপ্রক্ষিতে জাতীয় বাজেটের 'মেরামত ও সংরক্ষণ এর অধীন অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা' খাতের অর্থ দ্বারা উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ ভবন রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ২৫ কোটি টাকা, যার বাস্তবায়ন অগ্রগতি শতভাগ।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের অর্জন

ছক- ৬.২ : ধরন অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থবছরের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

(কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	রক্ষণাবেক্ষণের ধরন	পরিমাণ	ব্যয়
০১	নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	১০,৩৯০ কি.মি.	১৩৮.০০
০২	সময়ান্তর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	৬,০৩০ কি.মি.	২,১০৮.০০
০৩	সেতু রক্ষণাবেক্ষণ	৬৪০ মি.	৪.০০
০৪	কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	১,৪০০ মি.	৫২.০০
০৫	জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ	-	৩০.০০
		মোট	২,৩৩২.০০

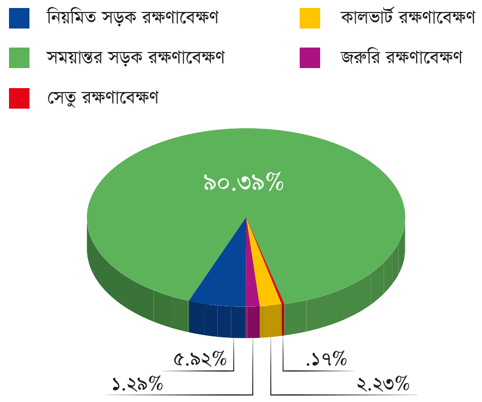

চিত্র - ৬.১০ : ধরন অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়

ছক- ৬.৩ : ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ

(কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের ধরন	স্কিমের সংখ্যা	ব্যয়
০১	রি-সিল	৪৩৭টি	২৩০.২৩
০২	ওভার-লে	১,৬২৩টি	১,১৩৪.৯৯
০৩	সড়ক মজবুতকরণ	৪৩৩টি	৪২৯.৪৭
০৪	সড়ক প্রশস্তকরণ	২৫৮টি	৩১৩.৩২
০৫	সেতু/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	৪৩৪টি	৫৬.০০
	মোট	৩,১৮৫টি	২,১৬৪.০০

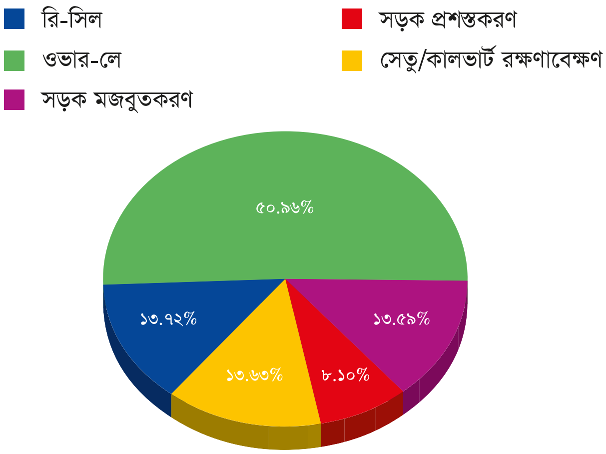

চিত্র - ৬.১১ : সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ

প্রকিউরমেন্ট ইউনিট

স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, সবার জন্য সমান সুযোগসহ সরকারি ক্রয়ে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি সুসংহত জাতীয় ক্রয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং ক্রয় ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে সরকারি ক্রয় কাজে সুশাসন নিশ্চিত করা সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়।

বাংলাদেশে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট ২০০৬ (পিপিএ) কার্যকর করার আগে সকল ধরনের ক্রয়কার্য সম্পাদিত হতো 'চুক্তি আইন' অনুসারে, যা ছিল খুব সাধারণ প্রকৃতির। পিপিএ ২০০৬ এর সাথে পিপিআর ২০০৮ বিদ্যমান আইনের ওপর সুস্পষ্ট সুবিধা প্রদান করেছে। ২০১১ সালে ইলেক্ট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) প্রবর্তন করে ক্রয় কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও অর্থের মূল্য (ভ্যালু ফর মানি) নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে এক অনন্য উচ্চতায় উঠে এসেছে।

সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলজিইডি দেশের ক্রয়নীতি অনুসরণ করে সকল ক্রয় কাজ সম্পাদন করে থাকে। সরকার 'দি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন ২০০৩' জারি করার পর জানুয়ারি ২০০৪ এ এলজিইডি সদর দপ্তরে 'প্রকিউরমেন্ট ইউনিট' নামে একটি ইউনিট চালু করা হয়। এই ইউনিট পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ এবং ই-জিপি গাইডলাইনস, ২০১১ অনুসরণে ক্রয় কাজ সম্পাদনে এলজিইডির সকল ক্রয়কারী কার্যালয়কে কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে।

ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের শুরু থেকেই এলজিইডি ই-জিপি অনুসরণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ক্রয় প্রক্রিয়ায় জাতীয় ই-জিপি পোর্টাল ব্যবহার করা হয়। এলজিইডির বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর তা ই-জিপি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। দরপত্র খোলা, মূল্যায়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়া, চুক্তির বিজ্ঞপ্তি, চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি কাজ অনলাইন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জাতীয় পত্র-পত্রিকা, ই-জিপি পোর্টাল, এলজিইডি ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

প্রকিউরমেন্ট ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামো

এলজিইডির ২০১৯ সালের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এই ইউনিটের মোট জনবল ৮ জন। এই ইউনিট একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্র হিসেবে পরিচালিত হয়। একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রকিউরমেন্ট) ইউনিটের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে মোট ১৩ জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী এই ইউনিটে কর্মরত রয়েছেন।

কার্যাবলি

- সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে এলজিইডির সকল ক্রয়কারী কার্যালয়কে ক্রয় সংক্রান্ত কারিগরি সহায়তা প্রদান
- সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময় এবং যোগাযোগ রক্ষা
- বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্রয় কার্যক্রমে পরামর্শ ও মতামত প্রদান
- অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র/প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন কমিটিতে চাহিদারভিত্তিতে বহির্সদস্য মনোনয়ন দিয়ে সহায়তা প্রদান
- পিপিএ, ২০০৬ এবং পিপিআর, ২০০৮ অনুসারে প্রধান প্রকৌশলীর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান
- এলজিইডির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা
- ক্রয় আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসারে প্রধান প্রকৌশলীর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।

ই-জিপি বাস্তবায়ন

সরকারি ক্রয় কাজে অবাধ প্রতিযোগিতা এবং অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলজিইডির সকল ক্রয়কারী কার্যালয়ে ই-জিপি পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। ই-জিপি সম্পর্কিত সকল সহায়তা প্রকিউরমেন্ট ইউনিট থেকে প্রদান করা হয়। ই-টেন্ডারিং এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে এলজিইডি সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহের প্রকৌশলীবৃন্দকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণকেও এ বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ই-জিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির অগ্রগতি

শুরু থেকেই ইলেক্ট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) সিস্টেম সরকারি দপ্তরগুলোতে জনপ্রিয় হয়েছে এবং এ পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন পর্যন্ত সারাদেশে প্রায় ৪ লক্ষ ১ হাজারের বেশি দরপত্র ই-জিপিতে আহ্বান করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৩৭ শতাংশ দরপত্র-ই এলজিইডির। বাংলাদেশে ই-জিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির ভূমিকা অগ্রগণ্য, যা বিশ্বব্যাংক এবং সরকারের বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

অবকাঠামোগত অগ্রগতি

এলজিইডি সদর দপ্তর, বিভাগ, অঞ্চল, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে এবং এলজিইডির প্রকল্পের আওতাভুক্ত পৌরসভার ক্রয়কারীসহ মোট ১,১৯৮টি অফিস ই-জিপি এর আওতায় আনা হয়েছে।

ক্রয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন পর্যায়ে সফটওয়্যার সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যা দ্রুত নিরসনে এলজিইডি সদর দপ্তরে ই-জিপি হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিটি ই-জিপি ল্যাবের জন্য ১টি ল্যাপটপ ও ২০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ১টি প্রজেক্টর, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে জেনারেটরসহ ১টি অনলাইন ইউপিএস সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া ই-জিপি ল্যাব স্থাপনের জন্য প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হয়েছে।

এলজিইডির সকল পর্যায়ের দপ্তরে ই-জিপিতে ক্রয় কাজ সম্পাদনে সহায়তার জন্য পিপিআরপি-২ প্রকল্পের আওতায় ২০১৬ সালে ৮০৮টি ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি অফিসে ১টি করে ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার ও একটি উন্নতমানের স্ক্যানার মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে। ই-জিপি ল্যাবগুলোকে ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া ডিজিটাইজিং ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং এন্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (ডিআইএমএপিপিপি) প্রকল্পের আওতায় ৮৮৮টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ১টি করে ডেস্কটপ কম্পিউটার, ১টি করে প্রিন্টার ও ১টি করে স্ক্যানার মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে।

প্রকিউরমেন্ট, ইনভেন্টরি এবং মানবসম্পদ সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য proinfo.gov.bd নামে একটি ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য আপডেটের কাজ চলছে।

সক্ষমতা উন্নয়ন

ই-জিপি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এলজিইডির মাঠপর্যায় ও সদর দপ্তরের ক্রয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ঠিকাদারগণকে ই-জিপি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এলজিইডি সদর দপ্তরে একটি এবং মাঠপর্যায়ে ২২টি আধুনিক ই-জিপি রিসোর্স সেন্টার স্থান করা হয়েছে। আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণ স্থানীয় কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে।

ই-জিপি প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষক তৈরির উদ্দেশ্যে সদর দপ্তর ও আঞ্চলিক পর্যায় এবং অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ২২৯ জনের একটি দক্ষ প্রশিক্ষক পুল গঠন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে উক্ত পুলের প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে ১১,৫২৯ জন কর্মকর্তাকে ৮টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ই-জিপি সম্প্রসারণে সিপিটিইউ'র সহ-বাস্তবায়ন সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালন

সারাদেশে ই-জিপি সম্প্রসারণ ও সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার নিবিড় তদারকি, সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পেশাদারিত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ডিআইএমএপিপিপি শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির আওতায় এলজিইডি ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ৩২৭টি পৌরসভা, ৪৯১টি উপজেলা পরিষদ, ৬১টি জেলা পরিষদ এবং ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বাদে দেশের অন্য ৯টি সিটি কর্পোরেশন অর্থাৎ মোট ৮৮৮টি প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ৮৮৮টি প্রতিষ্ঠানে ই-জিপি বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বর্তমানে এলজিইডি প্রতিপালন করছে।

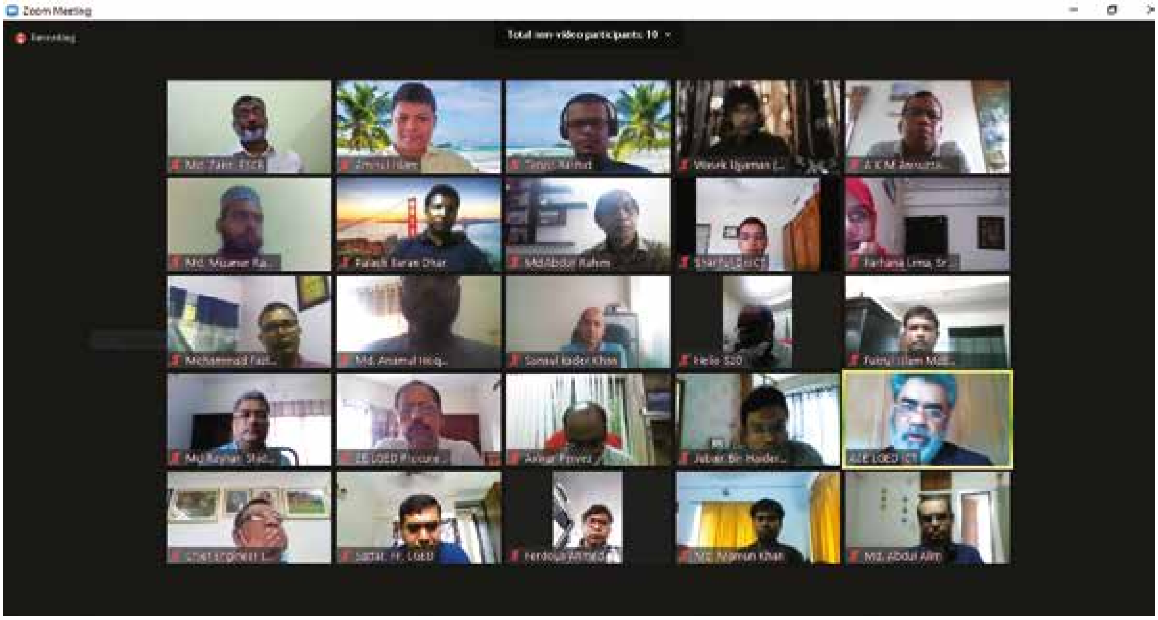

প্রশিক্ষণ ইউনিট

কাজের উৎকর্ষ সাধনের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। কর্মীর উন্নত দক্ষতা কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি করে। এজন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। এ অনুধাবন থেকেই ১৯৮২ সালে তৎকালীন ওয়ার্কস প্রোগ্রাম উইংয়ের অধীনে প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড শুরু হয় এবং ১৯৮৪ সালে এলজিইবি প্রতিষ্ঠার পর তা আরও নিবিড় হয়।

১৯৮৪ সালে ঢাকা সদর দপ্তরে ১টি ও ৯ জেলায় ৯টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় প্রথমে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (আইডিপি) এবং পরবর্তীতে ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট প্রজেক্ট (আইএসপি) এর মাধ্যমে তৎকালীন এলজিইবির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রকল্পের পরামর্শকবৃন্দ সে সময় প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন। সড়ক ও সেতু নির্মাণ, পরিকল্পনা, গ্রোথ সেন্টার সংযোগ সড়ক পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ১৯৯০ সালে একই প্রকল্পের আওতায় আরও ৬ জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ১৯৯৮ সাল পরবর্তী সময়ে পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-২১ (আরডিপি-২১) থেকে এলজিইডি সদর দপ্তর এবং ১০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সমন্বয় করা হতো। বর্তমানে ঢাকায় কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিট ও অঞ্চল পর্যায়ে ২০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এলজিইডির সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রকল্প সহায়তায় চালু হলেও প্রশিক্ষণের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করে পরবর্তীতে প্রশিক্ষণকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সদর দপ্তরে ৪ জন এবং ১০টি অঞ্চলে ১০ জন প্রশিক্ষণ প্রকৌশলীর (নির্বাহী প্রকৌশলী) পদ সৃষ্টি করা হয়, যা ২০০৩ সালে রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হয়। একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিটের দায়িত্বে রয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মানবসম্পদ, পরিবেশ ও জেন্ডার), ৪ জন প্রশিক্ষণ প্রকৌশলী (নির্বাহী প্রকৌশলী) এবং ১ জন সহকারী প্রকৌশলী। মাঠপর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলী (অঞ্চল) এর তত্ত্বাবধানে।

এলজিইডির প্রশিক্ষণ সুবিন্যস্তভাবে পরিচালনার জন্য বছরভিত্তিক প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়। প্রতিটি কোর্সের রয়েছে স্বতন্ত্র নাম। এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাশাপাশি উপকারভোগীদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নির্মাণ শ্রমিকদের দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যেও রয়েছে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ। পাশাপাশি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দুস্থ নারীদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে।

এলজিইডি দেশের বিদ্যমান অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গেও যৌথভাবে বিশেষ কোর্স বাস্তবায়ন করে থাকে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (কুমিল্লা-বার্ড), পল্লি উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ-বগুড়া), বাংলাদেশ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টার (বিপিএটিসি), ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ (ইএসসিবি) ইত্যাদি। এছাড়া এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষকবৃন্দ এলজিইডির আমন্ত্রণে প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন।

সম্প্রতি প্রশিক্ষণের ওপর একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি ৮টি বিভাগীয় প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন এবং ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণকেন্দ্রকে বহুমুখী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উন্নীত করার সুপারিশ করে। শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি আলাদা কেন্দ্র গঠন করার বিষয়েও সুপারিশ করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের চাহিদা মূল্যায়ন করা হয়। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এর সহায়তায় একই বিষয়ের ওপর একটি চাহিদা মূল্যায়নে সমীক্ষা করা হয়েছিল।

মানবসম্পদ উন্নয়নে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একদিকে যেমন এলজিইডির উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করছে, অপরদিকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা উন্নয়নেও কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে রাজস্ব ও ২৮টি উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে ৫,৯৮৩টি ব্যাচে ১৯২টি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করা হয়, যার মাধ্যমে ১,৬৪,৭৯৮ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এতে ৩৮,২৫৬ প্রশিক্ষণ-দিবস অর্জিত হয়। অংশগ্রহণকারী মোট প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৬৬,৭২৬ জন পুরুষ এবং ৯৮,০৭১ জন নারী। এসব প্রশিক্ষণে ব্যয় হয়েছে ৪৫.৩০ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৩.৬ কোটি টাকা রাজস্ব বাজেটের এবং ৪১.৭০ কোটি টাকা উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ব্যয় হয়েছে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শতকরা ২৮.৪৭ ভাগ উপকারভোগী, যাদের দক্ষতা বাড়াতে বিভিন্ন ধরনের আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। অংশগ্রহণকারীর শতকরা ৮.১৪ ভাগ ঠিকাদার ও এলসিএস শ্রমিক, যাদের নির্মাণ কাজে দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তবে এলসিএস শ্রমিকদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়, যাতে কাজ শেষে তারা উপার্জিত অর্থে স্বাবলম্বী হতে পারে। প্রশিক্ষণে ১১.৫৫ শতাংশ এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ৫১.৮২ শতাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি অংশ নেন।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মকর্তাদের উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে এলজিইডি সবসময় গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৫টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এলজিইডির মোট ৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

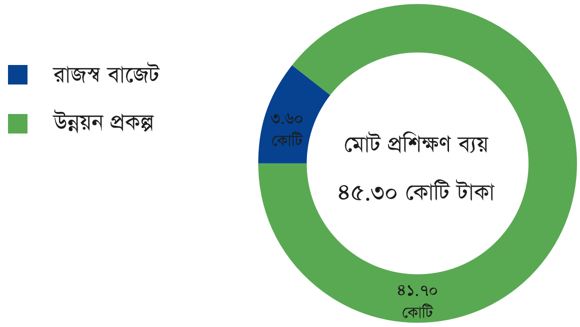

চিত্র ৬.১২: রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ছক ৬.৪: ধরন অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা

নং	প্রশিক্ষণার্থী	সংখ্যা	শতকরা হার
১	উপকারভোগী	৪৬,৯৩৪ জন	২৮.৪৭%
২	এলজিইডির কর্মকর্তা/কর্মচারী	১৯,০৩৮ জন	১১.৫৫%
৩	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা/কর্মচারী	৮৫,৪০৮ জন	৫১.৮২%
৪	চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক, ঠিকাদার ইত্যাদি	১৩,৪১৮ জন	৮.১৪%
৫	মোট	১,৬৪,৭৯৮ জন	১০০%

ডিজাইন ইউনিট

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯৮১ সালে ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএইড) এর আর্থিক সহায়তায় বুয়েটের পুরকৌশল অনুষদের মাধ্যমে মাটির কাজের ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হয়েছিল। মাটির রাস্তা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, সেচ ও পানি নিষ্কাশন খাল এবং মজাপুকুরের পরিকল্পনা, ডিজাইন, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে এই ম্যানুয়াল ব্যবহার করা হতো।

১৯৮৯ সালে সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা) ও নরওয়েজিয়ান এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (নোরাড) এর আর্থিক সহায়তায় রুরাল ইমপ্লয়মেন্ট সেক্টর প্রোগ্রাম (আরইএসপি) এর অন্তর্গত ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-আইডিপি (পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪) এর আওতায় রোড স্ট্রাকচার ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়। এই ম্যানুয়ালে সর্বোচ্চ ১২ মিটার পর্যন্ত বিভিন্ন স্প্যানের সেতু ও কালভার্টের ডিজাইন অন্তর্ভুক্ত ছিলো। গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণে এসব ডিজাইন অনুসরণ করা হতো।

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (আইডিপি) বৃহত্তর ফরিদপুর ও কুড়িগ্রাম জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছিল। এসব জেলায় ছিল আইডিপির ডিজাইন ইউনিট। এসব ইউনিটের পরামর্শক প্রকৌশলীদের সহায়তায় সড়ক, সেতু, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো, গ্রোথসেন্টার ও হাটবাজারের ডিজাইন প্রণয়ন করা হতো। ফরিদপুরে আরইএসপি সদর দপ্তরে ছিল আইডিপির ডিজাইন ইউনিটের কেন্দ্রীয় কার্যালয়।

১৯৯০ সালে দ্বিতীয় রুরাল এমপ্লয়মেন্ট সেক্টর প্রোগ্রাম (আরইএসপি-২) এর কার্যক্রম শুরু হলে এতে আইডিপির পাশাপাশি ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট প্রজেক্ট (আইএসপি) সংযোজিত হয়। আইএসপির আওতায় তৎকালীন এলজিইবি সদর দপ্তর ঢাকায় একটি ডিজাইন ইউনিট স্থাপন করা হয়। এই ইউনিটে নিয়োজিত পরামর্শক প্রকৌশলী কর্তৃক আইডিপিভুক্ত ছয় জেলার বাইরে অবশিষ্ট জেলাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, সেতু, ভবন বিশেষ করে এলজিইডির জেলা কার্যালয় ও নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবন, প্রাথমিক বিদ্যালয়, জেলা পরিষদ অডিটরিয়াম, সি-শ্রেণির পৌরভবন ইত্যাদির কাঠামোগত ডিজাইন প্রণয়ন করা হতো। একই সঙ্গে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত অবকাঠামোর জন্য প্রণীত ডিজাইন নিরীক্ষা করা হতো। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প চালু হলে এর অবকাঠামোর ডিজাইনও আইএসপির পরামর্শক প্রকৌশলীগণ কর্তৃক প্রণয়ন করা হতো।

এরপর বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় ২০০৮ সাল পর্যন্ত ব্যক্তি পরামর্শক বা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণীত হয়েছে।

সময়ের পরিক্রমায় এলজিইডির কাজের ব্যাপ্তি বাড়তে থাকে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত ডিজাইন নিরীক্ষণ, সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প, যেখানে পরামর্শক নিয়োগের সংস্থান ছিল না সেসব প্রকল্পের অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়ন এবং অনান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন সরকারি সংস্থার অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়নে সহযোগিতা করার অর্পিত দায়িত্ব পালনের তাগিদ থেকে এলজিইডিতে একটি স্বতন্ত্র ডিজাইন ইউনিট প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই বাস্তবতায় ২০০৮ সালে ছোট পরিসরে এলজিইডির ডিজাইন ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০০৯ সাল থেকে এলজিইডির নিজস্ব জনবল দ্বারা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পরামর্শক কর্তৃক প্রণীত ডিজাইন পরীক্ষা নিরিক্ষা কাজ শুরু হয়। একই সাথে পরামর্শকদের পাশাপাশি ডিজাইন ইউনিটের নিজস্ব জনবল দ্বারা ডিজাইন প্রণয়নের কাজ চলতে থাকে। সাধারণভাবে আর্থ-সামাজিক, ভৌগলিক, পরিবেশ, যানবাহন ব্যবস্থা ও দুর্যোগ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সেতু ডিজাইন করা হয়। ২০১৪ সাল থেকে এলজিইডির নিজস্ব ডিজাইনরা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ব্যতিরেকে ৬৫ মিটার একক স্প্যানের বাল্বটি গার্ডার সেতু, ৬৫ মিটার দৈর্ঘ্য পিসি বক্স গার্ডার সেতু, ৪০মিটার দৈর্ঘ্য আরসিসি বক্স গার্ডার সেতু, ৬০মিটার দৈর্ঘ্য আরসিসি থ্রু আর্চ গার্ডার সেতু, ১০০ মিটার স্প্যানের স্টিল ট্রাস সেতুর ডিজাইন প্রণয়ন করেছে। এছাড়াও ১৯ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত স্ল্যাব সেতু (কার্ভড অথবা স্টেইট), ২৭ মিটার পর্যন্ত আরসিসি গার্ডার সেতু এবং ৩০ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের ভ্যারিয়েবল গার্ডার ডেপথের কন্টিনিউয়াস স্প্যানের সেতু ডিজাইন করে থাকে। এলজিইডি ইতিমধ্যে ১৪৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি সেতুর ডিজাইনও প্রণয়ন করেছে।

শুধু সেতু নয়, সড়ক ও ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রেও এলজিইডির অগ্রযাত্রা অসামান্য। আশির দশকে আধা-পাকা প্রাইমারি স্কুলের ডিজাইন দিয়ে শুরু করা এলজিইডি বর্তমানে নিজস্ব জনবল দ্বারা বহুতল প্রাইমারি স্কুল, পিটিআই ভবন, উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, ১,৫০০ সিটের ধারণক্ষমতা সম্পন্ন অডিটোরিয়াম, বহুমুখী বাণিজ্যিক ভবন, জিমনেসিয়াম, লাইব্রেরিসহ বহুমাত্রিক আধুনিক ভবনের ডিজাইন প্রণয়ন করছে। উপজেলা পর্যায়ের প্রায় সকল ধরনের সড়ক এখন ডিজাইন করে এলজিইডি।

তিস্তা, ধরলা, মধুমতি, শীতলক্ষ্যা, আড়িয়াল খাঁ, মেঘনার মত বড়, গভীর এবং খরস্রোতা নদীতে এলজিইডি ইতোমধ্যে সেতু নির্মাণ করেছে। ৬০ মিটারের অধিক দৈর্ঘের এবং ১,৫০০ মিলিমিটার পর্যন্ত ব্যাসের পাইল স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে, এসব নদীতে। ছোট সেতু দিয়ে শুরু করা এলজিইডির নিজস্ব জনবলের দ্বারা ডিজাইনকৃত সেতুর পাইল নির্মাণে বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে বার্জ মাউন্টেড ব্যবস্থা, কোফার ড্যাম, ভাসমান কোফার ড্যাম ও হেভি স্টেজিং ইত্যাদি।

এলজিইডির ডিজাইন ইউনিটে ১২টি হাই কনফিগারড কম্পিউটারসহ ৮০টি কম্পিউটার, আধুনিক পিন্টার, প্লটার, স্ক্যানার ইত্যাদি ব্যবহৃত হচ্ছে। ডিজাইন প্রণয়নে ব্যবহার করা হচ্ছে লাইসেন্সকৃত MIDAS CIVIL, ETABS, SAP, SAFE, CSI BRIGE, STAAD Pro. এর মত বিশ্বমানের ডিজাইন

সফটওয়্যার।

বর্তমানে একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রে সেতু এবং সড়ক ও ভবন এই দুই শাখায় দুজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ডিজাইন ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এই ইউনিটে রয়েছে ৬ জন নির্বাহী প্রকৌশলী, ৩ জন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী ও ৪ জন সহকারী প্রকৌশলীসহ মোট ১৩ জন প্রকৌশলী, বেশ কয়েকজন নকশাকার, শিক্ষানবিশ ডিজাইনার এবং বিভিন্ন প্রকল্পের স্বতন্ত্র পরামর্শক।

ডিজাইন ইউনিট সম্পাদিত প্রধান প্রধান কাজ

- সেতু, ফ্লাইওভার, কালভার্ট, মার্কেট, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, স্কুলভবন, বাস টার্মিনাল, হাসপাতাল, অডিটোরিয়াম, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, মডেল থানা, পার্ক, ল্যান্ড স্কেপিং, স্লোপ প্রটেকশন, পৌরভবন ইত্যাদির স্থাপত্য ও কাঠামোগত ডিজাইন প্রণয়ন
- সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সংস্থার পূর্ত অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়ন
- বিভিন্ন প্রকল্পের উপদেষ্টা ফার্ম কর্তৃক প্রণীত অবকাঠামোর স্থাপত্যগত ও কাঠামোগত ডিজাইন পর্যালোচনা
- স্থাপত্য ও ডিজাইন সংক্রান্ত উপাত্ত সংরক্ষণ
- মাঠপর্যায়ে ডিজাইন সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যাবলী নিরসনে সরেজমিনে পরিদর্শন ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান
- এলজিইডির প্রকৌশলীদের ডিজাইন, ড্রইং ও নির্মাণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান
- ডিজাইন ইউনিট এ কর্মরত প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন
- আরসিসি ও পিসি গার্ডার সেতুর ম্যানুয়াল ও গাইডলাইন; সেতু, সড়ক ও ভবনের ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড এবং দরতালিকা ও কারিগরি স্পেসিফিকেশন হালনাগাদ করা
- উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এর বিভিন্ন অবকাঠামোর ডিজাইন ও প্রাক্কলন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের অর্জন

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এলজিইডির ডিজাইন ইউনিট বিভিন্ন ধরনের মোট ৭৩১টি অবকাঠামোর ডিজাইন ও নিরীক্ষা কাজ সম্পাদন করে। অবকাঠামোর সম্পাদিত ডিজাইনের বিস্তারিত তথ্য নিচে চিত্র-৬.১৭ এ তুলে ধরা হলো:

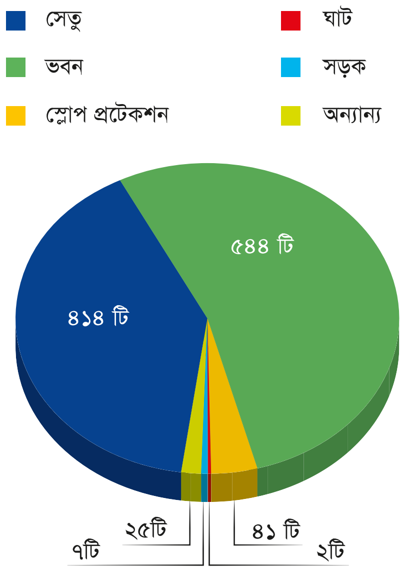

চিত্র- ৬.১৩: ডিজাইন প্রণয়নে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের অর্জন

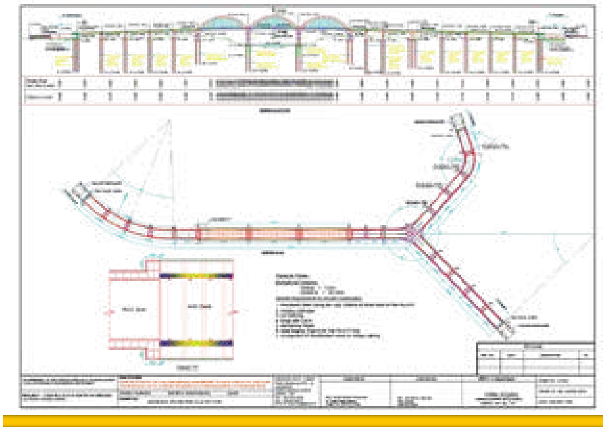

মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিট

যেহেতু নির্মাণ কাজকে শিল্প বলে আখ্যায়িত করা হয় সেহেতু এর লক্ষ্য থাকে গুণগত উৎকর্ষ অর্জন। কোনো সামগ্রী অথবা সেবা যে কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তার প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ এবং তা যথাযথ ব্যবহার উপযোগী কিনা, সে বিষয়টি নিশ্চিত করাকেই গুণগত মান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাপকাঠি বজায় রাখতে যথাযথ মাননিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

এ দিকে লক্ষ্য রেখেই সদর দপ্তর ও জেলা পর্যায়ে এলজিইডি মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছে। এসব পরীক্ষাগারে সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নির্মাণ সামগ্রী ও সম্পাদিত কাজের মান নিশ্চিত করা হয়। এলজিইডির নিজস্ব উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদার ভিত্তিতে কাজের গুণগত মান নির্ণয় সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়।

নিবিড় পল্লীপূর্ত কর্মসূচির (ইনটেনসিভ রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম) আওতায় ১৯৮৪ সালে এলজিইডি ফরিদপুরে প্রথম মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প– আইডিপি: ১৯৮৫-৯০) এর আওতায় ঢাকা ও প্রকল্পভুক্ত ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী ও কুড়িগ্রাম-এ চার জেলায় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়।

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রকল্পের (ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট প্রজেক্ট– আইএসপি: ১৯৯০-৯৬) আওতায় ঢাকায় এলজিইডি সদর দপ্তরে একটি কেন্দ্রীয় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি এবং পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট ৫৯ জেলায় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। এসব ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনের নিরিখে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়।

মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিটের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

২০০৩ সালে প্রতিটি জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে কর্মরত একজন সহকারী প্রকৌশলীকে মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এছাড়াও যথাযথ যোগ্যতা সম্পন্ন ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানরাও এসব মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে কাজ করছে। এর ফলে এই ইউনিটটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে জাপান উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান (জাইকা) এর সহযোগিতায় রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টার (আরডিইসি) সেটআপ প্রকল্পের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০০৩-০৪ অর্থবছরে প্রথমবারের মত মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ রাজস্ব বাজেট থেকে ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এই বরাদ্দ ছিল ২ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। বর্তমানে এলজিইডি সদর দপ্তরে একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মাননিয়ন্ত্রণ) এর নেতৃত্বে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১৩ জন জনবল ও জেলা-উপজেলাসহ উন্নয়ন প্রকল্পের ১৭ জন সহ মোট ৩০ জন জনবল দ্বারা এই ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার সুবিধাদি

এলজিইডির জেলা ল্যাবরেটরিসমূহে সিমেন্ট, এগ্রিগেট, ইট, কংক্রিট, রড, বিটুমিন এবং মাটির বিভিন্ন পরীক্ষাসহ সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশনের সুবিধা আছে। এ সকল মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহে এলজিইডির উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী, রাস্তার বিভিন্ন স্তরসহ অবকাঠামোর বিভিন্ন অংশের/কাজের গুণগত মান নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। তাছাড়া অন্যান্য সংস্থা ও ব্যক্তির চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত ফি গ্রহণ সাপেক্ষে পরীক্ষা সুবিধা প্রদান করা হয়। জেলা ল্যাবরেটরিতে সম্পাদনযোগ্য পরীক্ষার অতিরিক্ত কিছু বিশেষ পরীক্ষা এলজিইডির কেন্দ্রীয় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন লোড ডিভাইসের ক্যালিব্রেশনের ব্যবস্থা আছে। এলজিইডি ল্যাবরেটরিতে যেসব পরীক্ষার সুবিধা রয়েছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য-

- ফাইননেস টেস্ট সহ সিমেন্টের সকল টেস্ট
- কোর কাটিং এর মাধ্যমে কংক্রিটের কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ টেস্ট
- মার্শাল মিক্সড ডিজাইন
- স্ট্যাবিলিটি ডিটারমিনেশন অব বিটুমিনাস স্যাম্পল
- এক্সস্ট্রাকশন টেস্ট অব বিটুমিনাস কার্পেটিং
- রোটারী হাইড্রলিক ড্রিলিং রিগ ব্যবহার করে সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন
- মাটির আনকনফাইন্ড কমপ্রেশন টেস্ট
- মাটির কনসলিডেশন টেস্ট
- মাটির ডিরেক্ট শিয়ার টেস্ট
- কোন পেনিট্রেশন টেস্ট (সিপিটি)
- স্টিলের টেনসাইল স্ট্রেংথ ও ইলংগেশন টেস্ট
- কংক্রিট মিক্স ডিজাইন ও কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ টেস্ট।

বিশেষায়িত পরীক্ষা

নির্মাণ সামগ্রীর যেসব পরীক্ষার সুবিধা এলজিইডির ল্যাবরেটরিতে নেই সেসব পরীক্ষার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন পাবলিক প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা হয়।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষা সংক্রান্ত ফি

কেন্দ্রীয় ও জেলা মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে নির্মাণ সামগ্রী ও অন্যান্য পরীক্ষা করে ফি বাবদ প্রতিবছর উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সদর দপ্তর ও জেলা পর্যায়ের ল্যাবরেটরির মাধ্যমে মোট ১৫৯ কোটি ৭০ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা আয় করে সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সরকারের রাজস্ব বরাদ্দ ও বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডি ও পৌরসভার প্রকৌশলীদের মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ে অত্র ইউনিটের প্রকৌশলীগণ প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। এলজিইডির প্রশিক্ষণ ইউনিট এ সকল প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সংগৃহীত ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি

২০২০-২০২১ অর্থবছরে এলজিইডির কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে ল্যাবরেটরিগুলোতে সরকারের রাজস্ব খাত থেকে ২ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিচে বর্ণিত যন্ত্রপাতিসমূহ ক্রয় করা হয়েছে:

- কংক্রিট মিনি মিক্সার মেশিন
- ইলেক্ট্রনিক ব্যালান্স
- ইনফ্রারেড থার্মোমিটার
- ডায়নামিক কোন পেনিট্রোমিটার (ডিসিপি)
- লস এঞ্জেলস এ্যাবরেশন (এলএএ) মেশিন
- ল্যাবরেটরি ওভেন
- ভাইব্রেটিং রেমার
- মর্টার মিক্সার মেশিন
- কোর ড্রিল মেশিন
- লোড ক্যালিব্রেশন ডিভাইস
- বিটুমিন এক্সট্রাক্টর মেশিন
- ফ্লাস ফায়ার টেস্টার

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট

বাংলাদেশ বর্তমানে নগরায়ণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। কর্মসংস্থানের প্রত্যাশা এবং উন্নত জীবনযাপনের আশায় গ্রামাঞ্চলের মানুষ শহর অভিমুখী হওয়ায় শহরের ও নগরের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হয়। একই সঙ্গে নগরগুলোতে দেখা যায় অপর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধা। অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট, অপর্যাপ্ত পয়ঃ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, নগর স্বাস্থ্য সুবিধার অপ্রতুলতা, নগর দারিদ্র্য এসব নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত শহরগুলো। এই বাস্তবতায় এলজিইডি ১৯৮৫ সালে ইউনিসেফ এর আর্থিক সহায়তায় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নগর পর্যায়ে প্রথম প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে।

অতঃপর দেশের মাঝারি শহরগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সেকেন্ডারি টাউন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসটিআইডিপি) শীর্ষক প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫ সালে এসটিআইডিপি-২ বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে আরও ব্যাপকভাবে নগর উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমএসপি) শিরোনামে একটি প্রকল্প ২০০০ সালে বাস্তবায়ন শুরু হয়। এই প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডিতে 'মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট' (এমএসইউ) গঠন করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদমর্যাদার একজন পরিচালকের তত্ত্বাবধানে এমএসইউ এর কার্যক্রম ৬টি রিজিওনাল মিউনিসিপ্যাল সার্পোট ইউনিট (আরএমএসইউ) এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। মূলত পৌরসভার দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে, বিশেষ করে হোল্ডিং ট্যাক্স, অ্যাকাউন্টস, ট্রেড লাইসেন্স এবং অবকাঠামোর ইনভেন্টরি ও পানির বিল কম্পিউটারাইজেশন– এই ৫টি বিষয়ে এমএসপিভুক্ত ১৭টি সহ মোট ১৫০টি পৌরসভায় সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এই সহায়তার আওতায় বর্ণিত ৫টি বিষয়ের মধ্যে অবকাঠামো ইনভেন্টরি বাদে বাকি ৪টি কাজের জন্য সফটওয়্যার তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট প্রথম নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের (ইউজিআইআইপি) আওতায় 'আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট' (ইউএমএসইউ) গঠন করা হয় এবং একই কার্যক্রম আরও ৪টি রিজিওয়নে সম্প্রসারণ করা হয়। এক্ষেত্রে এমএসইউ এর পরিচালক ইউএমএসইউ এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ইউএমএসইউ এর আওতায় ৩৩টি পৌরসভায় কম্পিউটারাইজেশন সেবা সম্প্রসারণ করা হয়। এদিকে ২০০২ সালে সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় এলজিইডির পূর্ণাঙ্গ নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়। পৌরসভার 'ন্যাশনাল ডাটাবেজ' হালনাগাদ কাজে এই ইউনিট সহায়তা প্রদান করে।

বর্তমানে নগর জনগোষ্ঠী দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ হলেও জাতীয় উৎপাদনে নগর ও শহরের অবদান শতকরা ৬০ ভাগের বেশি, যা পল্লি অঞ্চলের তুলনায় নগর অঞ্চলের অধিক উৎপাদনশীলতার নির্দেশক। দ্রুত বেড়ে ওঠা নগরগুলো উৎপাদনশীলতার বিবেচনায় অপার সম্ভাবনার উৎস। সে কারণে নগরে বসবাসরত নাগরিকদের আবাসন, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও বস্তি এলাকার উন্নয়নসহ নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নের মধ্য দিয়ে পরিকল্পিত ও টেকসই নগর গড়ার লক্ষ্যে এলজিইডির নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট কাজ করছে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী নগর ব্যবস্থাপনার অধিক্ষেত্রের আওতায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নগর ব্যবস্থাপনার নেতৃত্বে এই ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উন্নয়ন সহযোগী ও বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এলজিইডি নগর সেক্টরে বর্তমানে ২৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

নগর সেক্টরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

এলজিইডি বাংলাদেশের ২৫৫টি পৌরসভা ও ২টি সিটি কর্পোরেশনের মহাপরিকল্পনা বা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছে এবং ১৭টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শেষের দিকে। এর মধ্যে জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২২টি পৌরসভা ও ২টি সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২১৫টি পৌরসভা (কুয়াকাটা পর্যটন এলাকাসহ) এবং দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় ১টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। এছাড়া তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় ১৬টি পৌরসভা ও ভোলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।

পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও পৌরবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় সভা আয়োজনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় নাগরিকদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও মতামতের ভিত্তিতে খসড়া মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। খসড়া মহাপরিকল্পনা বা এর কোনো অংশ অথবা বিষয়ের ওপর এলাকাবাসীর মতামত, অভিযোগ বা আপত্তি বিবেচনার জন্য নূন্যতম এক মাস গণশুনানির পর সকলের মতামতের যৌক্তিকতা বিবেচনায় নিয়ে মহাপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পৌরপরিষদ কর্তৃক তা অনুমোদন করা হয়। ইতোমধ্যে সম্পন্নকৃত মহাপরিকল্পনাগুলো পৌরসভার গণশুনানী ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পাদনের পর সরকার কর্তৃক গেজেট নোটিফিকেশনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৮ সালে টুঙ্গিপাড়া, কোটালিপাড়া, টাঙ্গাইল, মাধবপুর ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনার গেজেট নোটিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে। এর আগে কুয়াকাটা পর্যটন এলাকার জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাইয়ের পর স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিসেম্বর ২০১৪ এ গেজেট নোটিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট

মহাপরিকল্পনাগুলোর গেজেট নোটিফিকেশন জারি প্রক্রিয়াধীন আছে। এলজিইডির নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট এসব মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কাজের সমন্বয় সাধন করে থাকে।

নগর পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহের পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নে কাজ করছে। এর মধ্যে তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (ইউজিআইআইপি-৩) এর আওতায় দেশের ৩৬টি পৌরসভায় পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনা (ইউজিআইএপি) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (নবিদেপ) এর আওতায় ১৮টি পৌরসভা, উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সিটিইআইপি) এর আওতায় ১০টি পৌরসভা এবং সিটি গভর্নেন্স প্রজেক্ট (সিজিপি) এর আওতায় ৫টি সিটি কর্পোরেশনের পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক সহায়তাপুষ্ট প্রথম নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি) এর মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে প্রকল্পভুক্ত ২২টি ও দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ১১টি অর্থাৎ সর্বমোট ৩৩টি পৌরসভায় ইউজিএআইপি বাস্তবায়ন করা হয়।

পৌরসভা পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিসহ পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এলজিইডির নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কাজ বাস্তবায়নে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে সহায়তা দিয়ে থাকে।

দক্ষতা উন্নয়ন

পৌরসভায় কর্মরত জনবলসহ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পূর্বোল্লেখিত মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রজেক্টের আওতায় গঠিত এমএসইউ এবং প্রথম নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের আওতায় গঠিত ইউএমএসইউ এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হলেও পরবর্তীতে তা বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় পরিচালিত হয়। বর্তমানে বিশ্বব্যাংক সহায়তাপুষ্ট মিউনিসিপ্যাল গভর্ন্যান্স সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি) এর আওতায় সারাদেশে গঠিত ১০টি মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট (এমএসইউ) এর মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলছে, যার মধ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং হোল্ডিং ট্যাক্স, অ্যাকাউন্টিং, ট্রেড লাইসেন্স ও ওয়াটার বিলিং সফটওয়্যার স্থাপন ও পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পৌরসভার আর্থিক ও হিসাব ব্যবস্থাপনা, নাগরিক অংশগ্রহণ, মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অন্যতম।

এছাড়া হোল্ডিং ট্যাক্স বিলিং ও কালেকশন, অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট, ট্রেড লাইসেন্স ম্যানেজমেন্ট ও ওয়াটার বিলিং ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবহৃত অফলাইন সফটওয়্যারকে নতুনভাবে একটি অনলাইন ওয়েব বেজড অ্যাপিকেশন প্রস্তুত করা হয়েছে। এই অ্যাপিকেশনের মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স বিলিং ও কালেকশন এর মোবাইল অ্যাপস, ট্রেড লাইসেন্স ম্যানেজমেন্ট এর মোবাইল অ্যাপস, অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট এর মোবাইল অ্যাপস, ইউজার ম্যানেজমেন্ট ও অডিট ট্রায়েল, হোল্ডিং ট্যাক্স এসেসমেন্ট, অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট, মুভেবেল এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট, ওয়াটার বিলিং (ডায়ামিটার ও মিটার) এর মোবাইল অ্যাপস এবং নন মোটোরাইজড ভেহিক্যাল রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থাপনা করা যাবে। অনলাইন ওয়েব বেজড অ্যাপ্লিকেশন ৪টি পৌরসভায় পাইলটিং অবস্থায় চলমান এবং আরও ২০টি পৌরসভাতে ডাটা এন্ট্রির কাজ চলমান আছে।

১০টি রিজিওনাল মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট (আরএমএসইউ) এর মাধ্যমে দেশের সকল পৌরসভা ও ৪টি সিটি কর্পোরেশনে এ কার্যক্রম চলছে। এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর

পরিকল্পনা ও নগর অবকাঠামো উন্নয়ন) ও পরিচালক (এমএসইউ) এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ১০টি অঞ্চলের নির্বাহী প্রকৌশলী পদমর্যাদার উপ-পরিচালকগণ দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করছেন। অঞ্চলগুলো হচ্ছে– ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বরিশাল ও ময়মনসিংহ।

এদিকে নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট ১৬টি ব্যাচে পৌরসভার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি মেয়র, কাউন্সিলর ও টিএলসিসি মেম্বারদের রোল অফ টিএলসিসি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৬৮টি ব্যাচে সর্বমোট ৩,৩৬০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি ও অংশীজনদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এলজিইডি সদর দপ্তর ও ১০টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে এসব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ২,৭৬৩ জন পুরুষ ও ৫৯৭ জন নারী।

স্থানীয় সরকার বিভাগের কার্যক্রম

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট পৌরসভাসমূহে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন ও ডাটাবেজ তৈরি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা , দক্ষতা উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে এমআইএস সফটওয়্যার এবং ওয়েব পোর্টাল অপারেশনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এলজিইডির ১০টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে পৌরসভার সচিব ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আর্থিক সহায়তায় নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক নতুন নিয়োগকৃত পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের "পৌরসভা পরিচালন ও পৌরসভা প্রকৌশলী বিভাগের কার্যাবলী সম্পর্কিত" বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ২টি ব্যাচে ৩৯ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

খাতের আওতাধীন যান-যন্ত্রাদি ক্রয় উপখাত হতে বরাদ্দকৃত ৪১.৫৮ কোটি টাকায় পৌরসভার জন্য ২১টি হুইল এক্সাভেটর ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং সিটি কর্পোরেশন উন্নয়ন সহায়তা খাতের অধীনে যান-যন্ত্রাদি ক্রয় উপখাত হতে বরাদ্দকৃত ৪৮.৪০ কোটি টাকায় সিটি কর্পোরেশনের জন্য ৮টি উইড হারভেস্টার ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট

জাতীয় পানি নীতি অনুসরণে দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের একটি অন্যতম কার্যক্রম। পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়িত প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে এলজিইডির সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (আইডব্লিউআরএম) ইউনিট গঠন করা হয়। পানি সম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তাসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে যোগযোগ ও সমন্বয় সাধন এবং নতুন প্রকল্প প্রণয়নে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদ ব্যবহার করে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে এলজিইডির পানি সম্পদ সেক্টর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য হ্রাস উদ্যোগে সহায়তা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশেষ বিবেচনায় রেখে প্রকল্প এলাকার সকল শ্রেণি ও পেশার জনগণের পরিচালিত একটি টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলনের মাধ্যমে সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে ভূমিকা রাখা এ সেক্টরের মূল উদ্দেশ্য।

এই ইউনিটের অধীনে দুটি শাখা রয়েছে, যার একটি পরিকল্পনা ও ডিজাইন শাখা এবং অন্যটি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা। উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, নির্বাচন, সম্ভাব্যতা নিরূপণ এবং পরিকল্পনা ও ডিজাইন প্রণয়নের বিষয়গুলো পরিবীক্ষণ, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কাজ তদারকি করা পরিকল্পনা ও ডিজাইন শাখার কাজ। অন্যদিকে বাস্তবায়নের পর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর কাছে হস্তান্তরকৃত উপ-প্রকল্পগুলোর অবকাঠামোসমূহের বাস্তবায়ন পরবর্তী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নপূর্বক রক্ষণাবেক্ষণে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক এবং সমিতিগুলোর কার্যক্রম তদারকি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সার্বিক সহায়তা প্রদান পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখার কাজ। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা) এর অধিক্ষেত্রের আওতায় দুইজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এই ইউনিটের দুটি শাখার নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

পরিকল্পনা ও ডিজাইন

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ ১,০০০ হেক্টর বিস্তৃত আবাদি এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও ভূ-উপরিস্থ পানি দিয়ে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পসমূহের প্রাক-বাছাই, মাঠপর্যায়ে সরেজমিনে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা এবং সম্ভাব্যতা যাচাই ও কারিগরি নকশা প্রণয়ন করা হয়। প্রস্তাবিত প্রতিটি উপ-প্রকল্পের প্রস্তাব গ্রহণ এবং প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর উপকারভোগীদের অংশগ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠন ও উপ-প্রকল্পের অন্তর্গত অবকাঠামোর নকশা অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রতিটি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপকারভোগীদের সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস), এলজিইডি এবং ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যাতে সকল পক্ষ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারে। উপ-প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর পাবসস এর নির্বাচিত প্রতিনিধি ও এলজিইডি যৌথভাবে একবছর উপ-প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। এরপর উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সকল অবকাঠামোর ব্যবহারিক মালিকানা একটি লিজ চুক্তির মাধ্যমে পাবসস এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। একটি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে ৪টি ধাপ ও ৩৬ থেকে ৩৮টি প্রক্রিয়া অনুসরণ এবং ১০ থেকে ১২টি শর্ত পূরণ করতে হয়। এসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে প্রায় ১৮-৩০ মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট (আইডব্লিউআরএম) এর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা বাস্তবায়িত সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর কাছে উপ-প্রকল্প হস্তান্তরের পর বাস্তবায়ন পরবর্তী মনিটরিং ও মূল্যায়নপূর্বক রক্ষণাবেক্ষণে (জরুরি, নিয়মিত ও সময়ান্তর) প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়ত দিয়ে থাকে। একই সঙ্গে সমিতিগুলোর কার্যক্রম তদারকি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এছাড়া প্রতিটি পাবসসকে অবকাঠামোসমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল প্রণয়ন এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান করে।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্পের সুষ্ঠু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত এমআইএস অত্যন্ত কার্যকর একটি ব্যবস্থা। এমআইএস এ উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা, ডিজাইন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করা হয়।

মাঠপর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর কাছ থেকে সংগ্রহ করে উপজেলা প্রকৌশলী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর থেকে এসব তথ্য এমআইএস সফটওয়্যারে অনলাইনে সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষিত তথ্য উপ-প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন প্রকল্প প্রণয়নসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

উপ-প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ

এলজিইড ১৯৯৫ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাস্তবায়িত মোট ৭টি প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ১,১৫৮টি উপ-প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করেছে। বাস্তবায়িত এসব উপ-প্রকল্পের সেচ ও নিষ্কাশন (ড্রেনেজ) অবকাঠামো রাজস্ব বাজেটের মেরামত ও সংরক্ষণ কর্মসূচির আওতায় রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে।

এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত সবগুলো উপ-প্রকল্প পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) কাছে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। পাবসস উপকারভোগীদের কাছ থেকে মাসিক সঞ্চয়, অন্যান্য উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ এবং স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের পরিচালন ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। জরুরি ও সময়ান্তর বা বড় ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এলজিইডির সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটে সেচ ও নিষ্কাশন (ড্রেনেজ) কাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ কর্মসূচির আওতায় পাবসসের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবায়িত হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৪৩ জেলায় ২১২টি উপ-প্রকল্পের ৪৫২টি স্কিম রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। এ খাতে মোট ২২ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে সম্পূর্ণ তহবিল ব্যবহার করা হয়েছে। এতে শতকরা ১০০% ভাগ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে এই ইউনিটের আওতায় টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প-২ (জাইকা) শীর্ষক ২টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্প ২টির মাধ্যমে ১৯৫টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ৩৯৫টি পুরাতন উপ-প্রকল্পের সম্প্রসারণ/ পুনর্বাসন/ কার্যকারিতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া একই অর্থবছর থেকে ভূ-উপরিস্থ পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশের পুকুর, খাল উন্নয়ন শীর্ষক আরেকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত ৪০টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন, ১৬৮টি পুরাতন উপ-প্রকল্পের সম্প্রসারণ/পুনর্বাসন/কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে ৬৪৮ একর পুকুর, ৯৬৩.২৬ কি.মি. খাল, ১৪১.৫ কি.মি. বাঁধ, ১২০টি পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো ও ৭১০টি পাবসস অফিস নির্মাণ করা হয়েছে।